প্রাথমিক শিক্ষা বার্তা

৪র্থ বর্ষ ১ম সংখ্যা জানুয়ারি ২০২৫

সম্পাদকীয়

'প্রাথমিক শিক্ষা বার্তা' প্রাথমিক শিক্ষার মাঠপর্যায়ের প্রতিদিনকার নতুন ভাবনা, সৃজনশীল উদ্যোগ, এবং শিশুদের স্বপ্নের বীজ বপনের নেপথ্যের গল্প তুলে ধরে। প্রতিটি প্রতিবেদন ও নিবন্ধ পাঠকের সামনে উন্মোচন করে প্রাথমিক শিক্ষার পথচলার একটি গুরুত্বপূর্ণ খণ্ডচিত্র।

প্রতিবছর 'প্রাথমিক শিক্ষা বার্তা'র দু'টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। এবার ৪র্থ বর্ষের ১ম সংখ্যা প্রকাশিত হচ্ছে। এই সংখ্যায় শিক্ষার ধারাবাহিকতা ও শিখন ঘাটতি: ছুটির প্রভাব, প্রাথমিক শিক্ষায় মনোসামাজিক সচেতনতা ও মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ: মানবিক নেতৃত্বের পথে একটি সময়োপযোগী প্রয়াস, স্বাধীন পাঠক তৈরির প্রয়োজনীয়তা ও সম্ভাব্য কৌশলসমূহ, শিশুর স্ব-নিয়ন্ত্রণ গড়তে শিক্ষকদের ভূমিকা, সফল বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের গুণাবলি, প্রাথমিক শিক্ষার মাঠ পর্যায়ের শ্রেষ্ঠদের সফলতার গল্প, স্কুল জাদুঘর ইত্যাদি বিষয় নিয়ে সংবাদ ও নিবন্ধ থাকছে। সংবাদ-প্রতিবেদন অংশে জুলাই, ২০২৪ থেকে ডিসেম্বর ২০২৪ কালপর্বে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহের উল্লেখযোগ্য সচিত্র সংবাদ এবং কার্যক্রমের ছবি সন্নিবেশ করা হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের ষাণ্মাসিক নিউজলেটার হিসাবে 'প্রাথমিক শিক্ষা বার্তা' নিয়মিত প্রকাশিত হয়। এতে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল দপ্তরের বিভিন্ন কার্যক্রমের সংবাদ এবং এ সংক্রান্ত বিভিন্ন নিবন্ধ স্থান পায়। প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের আগ্রহী কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শিক্ষকগণকে সচিত্র সংবাদ/প্রতিবেদন, প্রবন্ধ ই-মেইলের মাধ্যমে বা ডাকযোগে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো। সকলের সুচিন্তিত মতামত এবং পরামর্শ আমাদের আগামী প্রকাশনাকে আরও সমৃদ্ধ করবে।

ফরিদ আহ্মদ (যুগ্মসচিব)
মহাপরিচালক
জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি, ময়মনসিংহ

শিক্ষার ধারাবাহিকতা ও শিখন ঘাটতি: ছুটির প্রভাব

মোঃ শরীফ উল ইসলাম
শিক্ষা অফিসার, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

গ্রীষ্মকালীন বা অন্যান্য দীর্ঘ ছুটির কারণে শিক্ষার্থীদের পূর্বে অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা হ্রাস পাওয়া তথা সৃষ্ট শিখন ঘাটতি (Learning Loss)-কে শিক্ষা মনোবিজ্ঞানীরা "সামার লার্নিং লস" (Summer Learning Loss) নামে অভিহিত করেন। ১৯০৬ সালে গবেষক William White তাঁর গবেষণায় সর্বপ্রথম এই ধারণাটি উল্লেখ করেন তবে এ ধারণাটির প্রথম একাডেমিক বিশ্লেষণ করেন কুপার এবং তাঁর সহকর্মীরা। ১৯৯৬ সালে কুপার এবং তাঁর সহকর্মীদের (Cooper et al., ১৯৯৬) করা একটি মেটা-অ্যানালিসিস গবেষণায় ৩৯টি ভিন্ন ভিন্ন গবেষণার তথ্য বিশ্লেষণে গ্রীষ্মের ছুটির পর শিক্ষার্থীদের অর্জিত জ্ঞানের উল্লেখযোগ্য শিখন ঘাটতি (learning loss) প্রমাণিত হয়েছে। এই গবেষণায় দেখানো হয় যে, গড়ে গ্রীষ্মের ছুটির পর শিক্ষার্থীরা প্রায় এক মাস পর্যন্ত তাদের অর্জিত জ্ঞানের স্তর থেকে পিছিয়ে পড়ে যায় অর্থাৎ, ছুটির আগে তারা যে জ্ঞান ও দক্ষতা আয়ত্ত করেছিল, ছুটির পর মূল্যায়নে তাদের জ্ঞান ও দক্ষতা গড়ে এক মাস পিছিয়ে পড়ে। এই গবেষণায় আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, গণিত এবং ভাষার দক্ষতার ক্ষেত্রে এই শিখন ঘাটতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে, যেখানে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিখন ঘণ্টা (Contact Hour) তুলনামূলক কম এবং শিক্ষকস্বল্পতা ও শিক্ষার্থীদের অনিয়মিত উপস্থিতি খুবই প্রকট, সেখানে "সামার লার্নিং লস"-এর প্রভাব আরও গভীর ও সুদূরপ্রারী হতে পারে। সেই উপলব্ধি থেকেই আজকের এই প্রয়াস।

বাংলাদেশের সকল শিশুর জন্য মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার। মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সারাদেশে মোট ৬৫,৫৬৯টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৩,৮৩,৪৭৫জন শিক্ষক কর্মরত আছে (এপিএস-সি, ২০২৩)। বাংলাদেশের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে বছরের নির্দিষ্ট সময়জুড়ে দীর্ঘ সময়ের ছুটি বা অবকাশ (vacation) দেওয়া হয়। যেমন- গ্রীষ্মকালীন, শীতকালীন, রমজান, ঈদ-পুজার ছুটি ইত্যাদি। এই ছুটিগুলো সাধারণত একটানা ১ সপ্তাহ থেকে ১ মাস পর্যন্ত দীর্ঘ হয়ে থাকে। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছুটির তালিকা ২০২৫ অনুযায়ী ২০২৫ শিক্ষাবর্ষে বাংলাদেশে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে মোট ছুটির সংখ্যা ৭৬ দিন। যেমন: পবিত্র রমজান ও ঈদুল ফিতরের ছুটিসহ এককালীন ছুটি (২৮ দিন), ঈদুল আযহা এবং গ্রীষ্মকালীন ছুটি (১৪ দিন), দূর্গাপূজার ছুটি (৭ দিন), শীতকালীন ছুটি (১০ দিন) ইত্যাদি।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটি মেটা-অ্যানালাইসিসে দেখা যায়, গ্রীষ্মকালীন ছুটির পর শিক্ষার্থীদের গণিত দক্ষতা গড়ে ২.৬ মাস পিছিয়ে যায় (Kuhfeld et al., 2020)। সেখানে নিম্ন-আয়ের পরিবারের শিশুরা পড়ার দক্ষতায় উচ্চ-আয়ের শিশুদের তুলনায় ৩ গুণ বেশি পিছিয়ে পড়ে (Alexander et al., 2007)। জার্মানিতে একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে, ৬ সপ্তাহের ছুটির পর শিক্ষার্থীদের ভাষার দক্ষতা ২০% হ্রাস পায় (Pfeiffer & Reuß, 2008)। যুক্তরাজ্যের শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিজ্ঞান ও গণিতে শিখন ঘাটতি বেশি লক্ষ করা যায় (Sharp et al., 2009)। বিশ্বব্যাংকের রিপোর্ট (২০১৯) অনুযায়ী, লাতিন আমেরিকা ও আফ্রিকায় দীর্ঘ ছুটির প্রভাবে প্রাথমিক স্তরের ৫০% শিক্ষার্থী তাঁদের পূর্বে অর্জিত শিখনফল ভুলে যায়।

সামার লার্নিং লস প্রক্রিয়াটি বুঝতে হলে প্রথমেই আমাদের জানতে হবে জার্মান মনোবিজ্ঞানী হারমান এবিং হাউস এর ১৮৮৫ সালের Forgetting Curve তত্ত্ব। এই তত্ত্বটি সময়ের সাথে সাথে মেমরি থেকে তথ্যের বিলুপ্তির হার ব্যাখ্যা করে এবং দীর্ঘ ছুটির কারণেশিখন ঘাটতির প্রক্রিয়াটিকে বুঝতে সাহায্য করে। এই তত্ত্ব মতে, আমরা যখন নতুন কিছু শিখি, তার বেশিরভাগ অংশই আমরা খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ভুলে যাই যদি না আমরা সেই তথ্যকে বারবার মনে করার বা ব্যবহার করার চেষ্টা করি। তাঁর গবেষণার মূল findings হলো, শিক্ষার্থীরা প্রথম স্মৃতিতে ধরে রাখতে পারে (যদি কোনো পুনরাবৃত্তি না করা হয়)। এবিং হাউসের এই তত্ত্বটি cognitive psychology-তে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এটি শিক্ষার ধারাবাহিকতা (spaced repetition) ও সক্রিয় পুনরালোচনা (active recall)-এর গুরুত্বকে প্রতিষ্ঠা করে।

দীর্ঘ ছুটিতে নিয়মিত চর্চা না করার কারণে শিক্ষার্থীরা পূর্বে অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতার অনেক কিছুই ভুলে যায়। Forgetting Curve তত্ত্ব অনুযায়ী, শেখার পরপরই যেহেতু স্মৃতি দ্রুত হ্রাস পায়, তাই দীর্ঘ বিরতির কারণে ক্ষতির পরিমাণ আরও বেশি হয়। বিদ্যালয় চলাকালীন সময়ে শিক্ষার্থীরা নিয়মিতভাবে বিভিন্ন বিষয় পড়ে এবং চর্চা করে কিন্তু দীর্ঘ ছুটিতে সেই ধারাবাহিকতা ব্যাহত হয়। ফলে, পূর্বে শেখা তথ্য মস্তিষ্কে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে (Murre & Dros, 2015)। প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে বিশেষ করে ১ম ও ২য় শ্রেণিতে প্রতিটি বিষয়ই ক্রমপুঞ্জিত শিক্ষা (cumulative learning) নীতিমালার উপর রচিত। ক্রমপুঞ্জিত শিক্ষা (Cumulative Learning) হলো একটি জ্ঞানার্জন প্রক্রিয়া, যেখানে নতুন অর্জিত জ্ঞান এবং দক্ষতা পূর্বের জ্ঞান ও দক্ষতার উপর ভিত্তি করে ধীরে ধীরে স্তূপীকৃত হয়। এটি একটি পর্যায়ক্রমিক পদ্ধতি, যেখানে শিক্ষার্থীরা একটি নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুকে ছোট ছোট অংশে শেখে এবং প্রতিটি নতুন অংশ পূর্ববর্তী জ্ঞানের সাথে যুক্ত হয়ে একটি বৃহত্তর ও গভীর ধারণা তৈরি করে (Ausubel, 1968; Bruner, 1960)। এটি অনেকটা একটি স্তূপের মতো, যেখানে প্রতিটি নতুন জ্ঞানস্তর আগের স্তরটিকে আরও শক্তিশালী করে এবং বৃহত্তর ধারণাগত কাঠামো গঠনে সহায়তা করে (Anderson & Krathwohl, 2001)। দীর্ঘ ছুটিতে ধারাবাহিক চর্চা বা অনুশীলন না থাকায় মৌলিক ধারণাগুলো দুর্বল হয়ে পড়ে, ফলে ছুটির পর নতুন বিষয় বুঝতে শিক্ষার্থীদের অসুবিধা হয় এবং সমস্যা সমাধানের দক্ষতা হ্রাস পায় (Cahalan et al., 2020)। তাই দীর্ঘ ছুটির কারণে সৃষ্ট শিখন ঘাটতির সুদূর প্রসারী নেতিবাচক প্রভাব অনেক গবেষণায়ই আজ প্রমাণিত। নিম্নে কিছু প্রভাব উল্লেখ করছি-

দীর্ঘ ছুটিতে শিক্ষার্থীদের শিখনের ধারাবাহিকতা বিঘ্নিত হয় এবং অর্জিত জ্ঞান ভুলে যাওয়ার ঝুঁকি বাড়ে (Ahmed et al., 2019)। ফলে ছুটি শেষে বিদ্যালয়ে শিখন কার্যক্রম চালু হলে নতুন ধারণা বুঝতে এবং আয়ত্ত করতে তাদের অসুবিধা হয়। তারা ক্রমশ পিছিয়ে পড়তে থাকে এবং তাদের মধ্যে বিদ্যালয়ভীতি সঞ্চিত হতে থাকে।

দীর্ঘ ছুটির সময় সচ্ছল পরিবারের শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন শিক্ষামূলক কর্মকাণ্ডে (যেমন: প্রাইভেট টিউশন, সামার ক্যাম্প, শিক্ষামূলক ভ্রমণ) যুক্ত থাকার সুযোগ পায়। বিপরীতে, গ্রামাঞ্চলের এবং আর্থিকভাবে অসচ্ছল পরিবারের শিক্ষার্থীরা এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকে (Asadullah, 2020)। ফলে, ছুটির পর উভয় শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মধ্যে জ্ঞান ও দক্ষতার একটি সুস্পষ্ট পার্থক্য তৈরি হয়, যা শিক্ষাগত বৈষম্যকে আরও বাড়িয়ে তোলে।
যারা ক্রমাগতভাবে শিক্ষায় পিছিয়ে পড়ে, তাদের মধ্যে বিদ্যালয় ত্যাগের প্রবণতা বাড়ে। প্রাথমিক স্তরে ঝরে পড়ার হার বৃদ্ধি পেলে তা জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ তৈরি করে।
শিখন ঘাটতির কারণে শিক্ষার্থীরা যখন শ্রেণিকক্ষে অন্যদের তুলনায় পিছিয়ে থাকে, তখন তাদের আত্মবিশ্বাস কমে যায় এবং পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।

এর নেতিবাচক প্রভাব তাদের সামগ্রিক মানসিক ও সামাজিক বিকাশেও পড়ে প্রাথমিক স্তরের শিখন ঘাটতি পরবর্তী শিক্ষাজীবনেও প্রভাব ফেলে। দুর্বল ভিত্তি নিয়ে উচ্চ স্তরের পড়াশোনা করা কঠিন হয়ে পড়ে এবং এর ফলে শিক্ষার্থীদের কর্মজীবনেও নেতিবাচক প্রভাব পড়েতে পারে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেই সামার লার্নিং লস হ্রাসকরণে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। কিছু উদ্যোগ কমিউনিটি পর্যায়ে, কিছু উদ্যোগ বিদ্যালয় পর্যায়ে বাস্তবায়িত হয়। কিছু উদ্যোগ সরকারি, কিছু আবার বেসরকারি আবার কিছু উদ্যোগ রয়েছে যেগুলো সরকারি-বেসরকারি যৌগ উদ্যোগে পরিচালিত হচ্ছে। উদ্দেশ্য একটাই- ছুটিকালীন সময়ের বিশেষ শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ যেখানে শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ সহায়তার ব্যবস্থা থাকে, যাতে তারা ছুটির সময় তাদের অর্জিত জ্ঞান ধরে রাখতে পারে এবং নতুন শিক্ষাবর্ষের জন্য প্রস্তুত হতে পারে। সারা পৃথিবীতে চলমান কিছু উত্তম চর্চা উল্লেখ করছি:

যুক্তরাষ্ট্রে সামার লার্নিং লস মোকাবিলায় বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রাম প্রচলিত আছে। এর মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হলো "Summer Bridge Programs"। এই প্রোগ্রামগুলো সাধারণত গ্রীষ্মের ছুটির কয়েক সপ্তাহ ধরে চলে এবং এর মূল লক্ষ্য থাকে দুর্বল শিক্ষার্থীদের জন্য অতিরিক্ত শিক্ষামূলক সহায়তা প্রদান করা (Kim & Quinn, 2013)। RAND Corporation-এর গবেষণায় দেখা গেছে, Summer Bridge Programs পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের গণিত স্কিল ২৫-৩০% বৃদ্ধি পায় (McCombs et al., 2020)। যুক্তরাজ্যে "Summer Reading Challenge" নামে একটি বার্ষিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়, যা শিশুদের গ্রীষ্মকালীন অবকাশে বই পড়ার প্রতি আগ্রহী করে তোলে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে, শিশুদের পাঠ্য দক্ষতা বজায় রাখা সম্ভব হয়। উদাহরণস্বরূপ, ২০০৬ সালে পরিচালিত একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে, ৬০% অংশগ্রহণকারী শিশু এই চ্যালেঞ্জের মাধ্যমে বেশি পড়াশোনা করেছে।

আর্জেন্টিনায় "Deci Presente" নামে একটি প্রোগ্রাম চালু হয়েছে, যা শিক্ষার্থীদের গ্রীষ্মকালীন অবকাশে শিক্ষার ক্ষতি কমাতে সহায়তা করে। এই প্রোগ্রামে শিক্ষার্থীদের বাড়িতে পরিদর্শন করা হয় এবং তাদের শিক্ষার অগ্রগতি মূল্যায়ন করা হয় এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা তাদের শিক্ষার স্তর বজায় রাখতে সক্ষম হয়।

বাংলাদেশে করোনাকালীন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের জন্য ওয়ার্কশিট, পড়ার তালিকা এবং অন্যান্য শিক্ষামূলক উপকরণ সরবরাহ করে যাতে তারা বাড়িতেও পড়াশোনার সাথে যুক্ত থাকতে পারে।

ইতালিতে Save the Children Italia Ges Fondazione Agnelli যৌথভাবে "Arcipelago Educativo" নামে একটি প্রকল্প শুরু করেছে, যা গ্রীষ্মকালীন অবকাশে শিক্ষার ক্ষতি কমাতে সহায়তা করে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জন্য ৮৮ ঘণ্টার গ্রুপ শিক্ষণ কর্মশালা এবং ১২ ঘণ্টার ব্যক্তিগত টিউটোরিং প্রদান করা হয়। গবেষণায় দেখা গেছে যে, এই উদ্যোগের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা তাদের সহপাঠীদের তুলনায় উচ্চতর শিক্ষার স্তরে ফিরে আসে।

বাল্টিমোর শহরে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা একত্রিত হয়ে নিম্ন আয়ের পরিবারের শিক্ষার্থীদের জন্য মানসম্পন্ন গ্রীষ্মকালীন প্রোগ্রাম পরিচালনা করে। এই প্রোগ্রামে একাডেমিক সহায়তা, পুষ্টিকর খাবার এবং বিভিন্ন সৃজনশীল কার্যকলাপ অন্তর্ভুক্ত থাকে।

ছুটির সময় যখন বিদ্যালয় বন্ধ থাকে, তখন অভিভাবকদের ভূমিকা আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। সচেতন অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের শিখন প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করতে পারেন, তাদের আগ্রহের ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করতে পারেন এবং সেই অনুযায়ী শিক্ষামূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করতে পারেন। তাই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিদ্যালয় ছুটির আগে অথবা নতুন শিক্ষাবর্ষের শুরুতে অভিভাবকদের জন্য কর্মশালা ও সভার আয়োজন করা হয়ে থাকে। অভিভাবকদের তাদের সন্তানদের বয়স ও আগ্রহ অনুযায়ী শিক্ষামূলক কার্যক্রম (যেমন-পড়া, লেখা, বিজ্ঞান পরীক্ষা, গণিত পাজল, শিক্ষামূলক গেমস ইত্যাদি) সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, যুক্তরাষ্ট্রের "National PTA" (Parent Teacher Association) অভিভাবকদের তাদের সন্তানদের শিক্ষায় সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য বিভিন্ন রিসোর্স ও প্রোগ্রাম সরবরাহ করে। তারা গ্রীষ্মকালীন শিক্ষণ দুর্বলতা সম্পর্কে অভিভাবকদের সচেতন করে এবং বাড়িতে শিক্ষামূলক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য টিপস প্রদান করে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে দীর্ঘ ছুটির সময়ে অনলাইন লার্নিং প্ল্যাটফর্ম এবং শিক্ষামূলক অ্যাপসের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার সাথে যুক্ত রাখা হয়। বাংলাদেশের সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশন এবং বাংলাদেশ বেতারে প্রচারিত "ঘরে বসে শিখি" এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। BRAC University-এর গবেষণায় দেখা গেছে, গ্রামীণ এলাকায় এ প্রোগ্রাম শিখন ঘাটতি ১৮% কমিয়েছে (Ahmed et al., 2023)|

পরিশেষে, বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটের ন্যায় বাংলাদেশেও প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে দীর্ঘ ছুটি তথা সামার লার্নিং লস একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হিসেবে বিবেচিত। সামার লার্নিং লস শিক্ষার্থীদের কেবল একাডেমিক ক্ষেত্রেই পিছিয়ে দেয় না, বরং তাদের আত্মবিশ্বাস, আগ্রহ এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকেও সীমিত করে তোলে। এই সমস্যার সমাধানে একটি সমন্বিত এবং দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করা অপরিহার্য। সরকার, শিক্ষক, অভিভাবকসহ সকল অংশীজনের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই আমরা আমাদের প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের শিখন ঘাটতির নেতিবাচক প্রভাব থেকে রক্ষা করতে পারি এবং একটি উন্নত শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে সক্ষম হতে পারি। ভবিষ্যতের প্রজন্মকে জ্ঞানভিত্তিক এবং দক্ষ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের কোনো বিকল্প নেই, এবং দীর্ঘ ছুটির কারণে সৃষ্ট শিখন ঘাটতি (Summer Learning Loss) মোকাবিলা সেই লক্ষ্য অর্জনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ।

প্রাথমিক শিক্ষায় মনোসামাজিক সচেতনতা ও মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ: মানবিক নেতৃত্বের পথে একটি সময়োপযোগী প্রয়াস

নিশাত জাহান জ্যোতি
গবেষণা কর্মকর্তা (প্রশিক্ষণ বিভাগ), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার মূলে রয়েছে একটি বিস্তৃত ও সংবেদনশীল কাঠামো, যেখানে প্রশাসনিক নির্দেশনা, নীতিমালা বাস্তবায়ন এবং মানবিক শিক্ষার পরিবেশ তৈরিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের ভূমিকাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ কেবল নিয়ন্ত্রণমূলক বা তদারকি কার্যক্রমেই সীমাবদ্ধ নন; তারা শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের জীবনে প্রভাব ফেলতে পারেন একজন পরামর্শক, সহানুভূতিশীল নেতা ও মানসিক স্থিতির দিশারী হিসেবে। এই উপলব্ধির পরিপ্রেক্ষিতেই ব্র্যাক শিক্ষা উন্নয়ন ইন্সটিটিউট, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ও সহযোগিতায় আয়োজিত "মনোসামাজিক সচেতনতা ও মানসিক স্বাস্থ্য" বিষয়ক প্রশিক্ষণ একটি যুগোপযোগী ও মৌলিক পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় শিশুরা বহুমাত্রিক মানসিক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে। সামাজিক বৈষম্য, পারিবারিক চাপ, ডিজিটাল বিভ্রান্তি এবং প্রতিযোগিতার পরিবেশে বেড়ে ওঠা শিশুদের জন্য শুধুমাত্র একাডেমিক সহায়তা যথেষ্ট নয়। একজন শিশু কতটা নিরাপদ, বোঝাপড়ায় সমর্থ এবং আত্মবিশ্বাসী হবে, তা নির্ভর করে তার চারপাশের মানসিক ও মনোসামাজিক পরিবেশের উপর। এই বাস্তবতায়, প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষা কর্মকর্তাগণ যদি নিজস্ব মানসিক সুস্থতা, আবেগ বোঝার সক্ষমতা এবং সংকট মোকাবিলার দক্ষতায় পরিপূর্ণ থাকেন, তবে তার প্রতিফলন ঘটবে ক্যাসকেড প্রক্রিয়ার শিক্ষকদের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জীবনে। "মনোসামাজিক সচেতনতা ও মানসিক স্বাস্থ্য" বিষয়ক প্রশিক্ষণটি এই চাহিদারই উত্তর দিতে চেয়েছে। তিনদিনব্যাপী আয়োজিত এই প্রশিক্ষণটি শুধু একটি তথ্যভিত্তিক কর্মসূচিই নয়, বরং একটি মননভিত্তিক ও আত্মপর্যালোচনামূলক যাত্রা। এতে অংশগ্রহণকারী হিসেবে আছেন প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষক ইন্সটিটিউট (পিটিআই)-এর সুপারিন্টেনডেন্ট, সহকারী সুপারিন্টেনডেন্ট, ইন্সট্রাক্টরবৃন্দ; উপজেলা রিসোর্স সেন্টার (ইউআরসি)-এর ইন্সট্রাক্টরবৃন্দ ও সহকারী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারবৃন্দ; যারা মূলত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের সাথে সরাসরি কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন। গত ডিসেম্বর, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে শুরু হয়ে ধাপে ধাপে দেশের সকল পিটিআই-এর কর্মকর্তা, ইউআরসি ইন্সট্রাক্টর এবং সহকারী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারবৃন্দ এই প্রশিক্ষণটি গ্রহণের সুযোগ পাবেন।

এই প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু হিসেবে ছিল; আত্মপরিচয় ও আত্মসম্মান, আবেগ বোঝা ও নিয়ন্ত্রণ, মানসিক চাপ মোকাবিলা কৌশল, সহানুভূতিশীল নেতৃত্ব, কার্যকর যোগাযোগ ও সম্পর্ক, সহায়তামূলক পরিবেশ গঠন ইত্যাদি যা অংশগ্রহণকারীদের মনোজগত, আচরণ এবং নেতৃত্বের গুণাবলিকে নতুনভাবে চিনতে সাহায্য করেছে। আত্মপরিচয়ের ধারণা তাদেরকে নিজস্ব আবেগ, শক্তি ও সীমাবদ্ধতা বুঝতে সহায়তা করেছে, যা আত্মবিশ্বাস গঠনের জন্য অপরিহার্য। আবেগ নিয়ন্ত্রণ ও মানসিক চাপ মোকাবেলার কৌশল তাদের পেশাগত চ্যালেঞ্জ সহজে মোকাবিলায় প্রস্তুত করেছে।

সহানুভূতিশীল নেতৃত্ব ও কার্যকর যোগাযোগের অনুশীলন কর্মকর্তাদেরকে আরও মানবিক ও গ্রহণযোগ্য করে তুলেছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে, প্রশিক্ষণটি একটি সহায়তামূলক ও নিরাপদ শিক্ষা পরিবেশ তৈরির প্রক্রিয়াকে উপলব্ধি করতে সাহায্য করেছে। এই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীগণ তাঁদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বিনিময়ের পাশাপাশি আত্মপরিচয়, আবেগ নিয়ন্ত্রণ, চাপ ব্যবস্থাপনা ও সহানুভূতিশীল নেতৃত্বের ধারণা পেয়েছেন। অনেক কর্মকর্তা প্রশিক্ষণের অভিজ্ঞতাকে 'চোখ খুলে দেওয়ার মতো' বলে অভিহিত করেছেন, যেখানে তারা নিজস্ব মানসিক চাপকে বুঝতে পেরেছেন এবং তা কীভাবে কাজের পরিবেশে প্রভাব ফেলে তা অনুধাবন করেছেন। এই প্রশিক্ষণের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে পারস্পরিক শেখার পরিবেশ সৃষ্টি করা। মাঠপর্যায়ে কাজ করতে গিয়ে যে বাস্তব অভিজ্ঞতা তারা প্রতিনিয়ত অর্জন করেন, তা অন্যদের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার মাধ্যমে একে অন্যের কাছ থেকে শেখার সুযোগ তৈরি হয়। এই ধরনের সম্মিলিত চিন্তাচর্চা কর্মকর্তাদের মধ্যে একটি সহযোগিতাপূর্ণ সংস্কৃতি গড়ে তোলে, যা ভবিষ্যতে শিক্ষাপরিবেশের উন্নয়নে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলতে পারে।

বাংলাদেশের জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য নীতিমালায় শিশুদের জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে মানসিক সহায়তার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এই প্রশিক্ষণ সেই নীতির বাস্তবায়নের এক কার্যকর পদক্ষেপ। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা তাঁদের নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে ফিরে গিয়ে সহকর্মীদের সঙ্গে এই সচেতনতা ভাগ করে নেওয়ার মধ্য দিয়ে এক ধরনের চেইন প্রতিক্রিয়া তৈরি করছেন, যা স্থানীয় পর্যায়ে একটি মানবিক, সহানুভূতিশীল এবং নিরাপদ কর্মপরিবেশ তৈরিতে ভূমিকা রাখছে। তবে এই উদ্যোগকে টেকসই করতে হলে প্রয়োজন বড় আকারের প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি ও নীতিগত অন্তর্ভুক্তি। প্রশিক্ষণটি যেন একক কোনো প্রকল্প হিসেবে থেকে না যায়, বরং প্রাথমিক শিক্ষা কাঠামোর একটি স্থায়ী অংশ হয়ে উঠতে পারে, তার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মাধ্যমে পরবর্তী পরিকল্পনা গ্রহণের সুপারিশ রয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষা কেবল জ্ঞানার্জনের প্রাথমিক ধাপ নয়, এটি একটি শিশুর মানসিক ও সামাজিক বিকাশের ভিত্তি। এই ভিত্তি যদি সংবেদনশীল ও মানবিক হয়, তবে ভবিষ্যতের সমাজ হবে আর স্তরেই আমরা টের পাব এক নতুন প্রাণের স্পন্দন। মনোসামাজিক সচেতনতা ও মানসিক স্বাস্থ্যভিত্তিক এই প্রশিক্ষণ প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে একটি দৃঢ় পদক্ষেপ। এটি শুধু কর্মকর্তাদের পেশাগত দক্ষতা বাড়াচ্ছে না, বরং শিক্ষার্থীদের জন্য একটি নিরাপদ, সম্মাননাপূর্ণ ও সহানুভূতিশীল শিক্ষা পরিবেশ গড়ার পথ সুগম করছে। এ ধরনের উদ্যোগ যদি জাতীয় পর্যায়ে বিস্তৃত করা গেলে বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা হয়ে উঠতে পারে একটি মানবিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার অনুকরণীয় মডেল।

স্বাধীন পাঠক তৈরির প্রয়োজনীয়তা ও সম্ভাব্য কৌশলসমূহ

মোঃ হাফিজুর রহমান
ম্যানেজার, রুম টু রিড বাংলাদেশ

প্রেক্ষাপট: শিশুর পড়ার সক্ষমতা কেবল ভাষার নৈপুণ্য অর্জনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতাই নয়– এটি শিশুর সকল শিখনের ভিত্তি। বাংলাদেশে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাব্যবস্থায় শিশুর পঠন দক্ষতার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ ও জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখাতেও স্বাধীন পাঠক তৈরির অঙ্গীকার ব্যক্ত হয়েছে। বাংলাদেশের অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাতেও একই অঙ্গীকারের প্রতিফলন বিদ্যমান। শিক্ষার্থীদেরকে স্বাধীন পাঠক হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে পঠন দক্ষতা ও পাঠাভ্যাস উভয়ই সমান গুরুত্বপূর্ণ। পঠন দক্ষতা ও পাঠাভ্যাস একে অপরের পরিপূরক এবং একটি আরেকটির ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের 'স্বাধীন পাঠক' হিসেবে গড়ে তোলার অভিপ্রায়ে সরকারসহ বিভিন্ন সহযোগী সংস্থা বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নিয়েছে।

'স্বাধীন পাঠক' কী ও কেন? শিক্ষার্থীদেরকে স্বাধীন পাঠক হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে পঠন দক্ষতা ও পাঠাভ্যাস সমান গুরুত্বপূর্ণ। একজন শিক্ষার্থী তখনই স্বাধীন পাঠক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে যখন শিক্ষার্থী নিজের আগ্রহে আনন্দের সাথে বারবার পড়ার চেষ্টা করে এবং পড়ার গুরুত্বকে অনুধাবন করে প্রাত্যহিক জীবনে নিয়মিত চর্চা করে। একজন স্বাধীন পাঠক শিক্ষক বা অন্য কোনো সহায়কের সহায়তা ছাড়া কিংবা ন্যূনতম সহায়তায় পড়ার নির্দিষ্ট শর্ত মেনে পড়তে সক্ষম হয় (যেমন, সঠিক উচ্চারণ, যথাযথ অভিব্যক্তি ও নির্দিষ্ট মানগতি বজায় রেখে সাবলীলভাবে পড়া এবং অর্থোদ্ধার করতে পারা)।

পড়ার দক্ষতা অর্জনের জন্য শিক্ষার্থীকে সঠিক উচ্চারণ, যথাযথ অভিব্যক্তি ও নির্দিষ্ট মানগতি বজায় রেখে সাবলীলভাবে পড়া এবং অর্থোদ্ধারের সক্ষমতা অর্জন করতে হয়। এর পাশাপাশি আকর্ষণীয় ও উচ্চ মানসম্পন্ন পঠনসামগ্রী উন্নয়ন ও শিক্ষার্থীদের হাতের নাগালে সেগুলো পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যমে একটি পরিপূর্ণ সহায়ক ও বাস্তবানুগ পঠন পরিবেশ গড়ে তোলা দরকার যাতে শিক্ষার্থীরা আগ্রহ সহকারে আনন্দের সাথে বারবার পড়তে চায় যার ফলে কাঙ্ক্ষিত পাঠাভ্যাস গড়ে ওঠে। পড়তে শেখার (learn to read) মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মাঝে ক্রমেই পড়ে শেখার (read to learn) সক্ষমতা অর্জিত হয়। স্বাধীন পাঠক হিসেবে পর্যায়ক্রমে শিশুরা জীবনব্যাপী শিক্ষার্থী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

পরিস্থিতি বিশ্লেষণ: দক্ষতা হিসেবে পড়া শিশুদের জন্য একটি বৈচিত্র্যময় ভাষিক অভিযাত্রা। স্বাধীন পাঠক হতে হলে শিশুদের বিভিন্ন ধরনের উপদক্ষতা অর্জন করতে হয় (AIR, 2022; ILA, 2019; Shea & Ceprano, 2017; Rohde, 2015; RtR, 2016). বিভিন্ন গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের স্বাধীন পাঠক হিসেবে সক্ষমতা উন্নয়নের জন্য একটি পরিকল্পিত, যৌক্তিক ও পর্যায়ক্রমিক অবস্থার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা প্রয়োজন হয়।

পৃথিবীর যেসকল দেশে জাতিগতভাবে পাঠাভ্যাস বিষয়টি যতো বেশি নিয়মিত চর্চায় পরিণত হয়েছে ওই সকল দেশ ততো বেশি সামগ্রিক উন্নয়ন করতে পেরেছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি)-৪ এর প্রধান লক্ষ্য হলো সবার জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ ও জীবনব্যাপী শিক্ষা লাভের সুযোগ সৃষ্টি করা। এতে বিনামূল্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা ও মানসম্পন্ন প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় সমান প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণসহ সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণ ও সর্বজনীন সাক্ষরতার মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন ও বিশ্বনাগরিক সৃষ্টির লক্ষ্যে শিক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর বাংলা ভাষায় শিক্ষার্থীর শিখন অভিজ্ঞাকে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করে থাকে।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত জাতীয় শিক্ষার্থী শিখনফল পরিমাপক অভীক্ষার (National Students Assessment - NSA) মাধ্যমে ২০০৬ সাল থেকে তৃতীয় ও পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বাংলা বিষয়ের সক্ষমতা পরিমাপ করে আসছে।

তৃতীয় ও পঞ্চম শ্রেণি শেষে বাংলা ভাষায় শিক্ষার্থীদের অর্জিত শিখনফল পরিমাপ করা জাতীয় শিক্ষার্থী শিখনঅর্জন পরিমাপক অভীক্ষার (National Students Assessment - NSA) মূল উদ্দেশ্য (DPE, 2018)| বিভিন্ন গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যে প্রতীয়মান হয় যে, জাতীয় শিক্ষার্থী শিখনফল পরিমাপক অভীক্ষায় শিক্ষার্থীদের সক্ষমতা অর্জন পরিমাপের মাধ্যমে একদিকে যেমন শিক্ষার গুণগত মান সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়, অন্যদিকে তেমনি বাংলা বিষয়ে শিক্ষার্থীদের উন্নয়নের সম্ভাব্য ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ ও তদনুযায়ী কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে এই অভীক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

জাতীয় শিক্ষা নীতিমালা ২০১০-এর গ্রন্থাগার অধ্যায়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সর্বস্তরে সুষ্ঠু ও সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বই পড়ার সুযোগ করে দিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে পাঠাভ্যাস, শিক্ষার সুষম সুযোগ সৃষ্টি ও জ্ঞান চর্চার ওপর বিশেষভাবে আলোকপাত করা হয়েছে।

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (NAPE) কর্তৃক বাংলা বিষয়ে শিখন-শেখানোর ক্ষেত্রে গবেষণাভিত্তিক পর্যালোচনায় বাংলা বিষয়ে শিক্ষার্থীদের প্রত্যাশিত পর্যায়ে ভাষাদক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রে শ্রেণিকক্ষ পর্যায়ে সক্রিয় ভাষাশিখনকে গুরুত্ব দেওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ভাষাদক্ষতা হিসেবে পড়ায় শিক্ষার্থীদের সক্ষমতা উন্নয়নে বাংলা বিষয়ের পড়ার দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ উপায় হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। এছাড়া শিক্ষার্থীদের পঠনশিখন সক্রিয় করার জন্য সহায়ক পঠন সামগ্রী (Supplementary Reading Materials) সরবরাহ ও কার্যকরভাবে তা ব্যবহার নিশ্চিত করাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ (NAPE, ২০২০)। ২০২২-২০২৩ সময়কালে NAPE-এর বাংলা পড়ার সাবলীলতা সম্পর্কিত "Bangla Reading Fluency: A Way Out to Improve the Situation" শিরোনামে গবেষণা পরিচালনা করা হয়েছে (NAPE, 2022)।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সটবুক বোর্ড (NCTB) কর্তৃক প্রণীত জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২১ এর শিক্ষাক্রম কাঠামোতে 'পড়তে শেখা' এবং 'পড়ে শেখা'-র দিকগুলি সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে (NCTB, 2021)। নতুন প্রবর্তিত শিক্ষাক্রমে বাংলা বিষয়ের শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক সহায়িকাসহ এনসিটিবি-র সকল আয়োজনে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদেরকে স্বাধীন পাঠকে উন্নীত করার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

ভাষাজ্ঞান ও গণিতজ্ঞানের ওপর গুরুত্ব প্রদান এবং শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান সরকারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গীকার। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা (ক্রমিক ৪.১)-এ বাংলা ভাষায় শিক্ষাদানের দক্ষতা বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে। এছাড়া ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ২০২৫ সালের মধ্যে তৃতীয় শ্রেণিতে অধ্যয়নরত ৮৫% শিক্ষার্থীর বাংলা ভাষায় দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। কারণ, বাংলা পঠনদক্ষতা অর্জিত হলে তা বাকি বিষয়গুলোর নির্ধারিত যোগ্যতা অর্জনেও সহায়ক হবে।

উপর্যুক্ত বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকারসমূহ বাস্তবায়নে ইতোমধ্যে প্রাথমিক স্তরে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন সম্ভব হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে প্রাথমিক স্তরে পঠনদক্ষতা ও পাঠাভ্যাস উন্নয়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের স্বাধীন পাঠক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে সর্বাত্মক ও কার্যকরি প্রচেষ্টা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

স্বাধীন পাঠক তৈরির সম্ভাব্য কৌশলসমূহ:

- শ্রেণি পাঠদান প্রক্রিয়ায় পঠন দক্ষতা উন্নয়নে নতুনত্ব বা উদ্ভাবনী বিষয় প্রবর্তন
- শিক্ষকের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন
- শিশুর পঠন দক্ষতা উপযোগী উপকরণ তৈরি
- বিদ্যালয় পরিচলনা কমিটি বা স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে পঠন শিখন কাজে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ
- স্বাধীন পাঠক তৈরিতে পড়ার দক্ষতা ও পড়ার অভ্যাস গঠনের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্যাপক প্রচারাভিযান করা বা পদক্ষেপ গ্রহণ করা
- প্রধান শিক্ষক কর্তৃক কোচিং সাপোর্ট/ মেন্টরিং সাপোর্ট প্রদান
- পাঠ্য বইয়ের পাশাপাশি পড়ার সুযোগ তৈরি করা
- বিদ্যালয় পর্যায়ে পড়া-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা
- রুটিনে প্রতিদিন পড়ার জন্য সময় বরাদ্দ রাখা
- পড়ার দক্ষতাকে নিয়মিত অনুশীলন করার সুযোগ সৃষ্টি করা
- পড়ার জন্য নির্ধারিত স্থান/জায়গার ব্যবস্থা করা
- শিক্ষার্থীদের পছন্দমতো বই পড়ার সুযোগ নিশ্চিত করা
- শিক্ষার্থীর পড়ার সক্ষমতার সাথে সমন্বয় করে নির্ধারিত লেভেলের বই সরবরাহ নিশ্চিত করা
- পড়ার অনুশীলন সহায়ক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মাঝে প্রেষণা সৃষ্টির প্রক্রিয়া চলমান রাখা

সহায়ক কার্যক্রম বাস্তবায়নের নীতিমালা

* "স্বাধীন পাঠক তৈরি" অভিযাত্রার প্ল্যাটফর্ম/ফোরাম গঠন
* সমন্বিত পরিকল্পনা প্রণয়ন, কৌশল নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন
* স্বাধীন পাঠক তৈরির কর্মপরিকল্পনাকে শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের সহায়ক আন্দোলনে রূপদান
* সরকারি ও বেসরকারি অংশীজনদের স্বাধীন পাঠক তৈরির আন্দোলনে সম্পৃক্ত করা
* বিদ্যালয় পর্যায়ে স্বাধীন পাঠক তৈরির কার্যক্রম বিস্তরণ করা

শিক্ষার্থীদের পঠন দক্ষতা এমন স্তরে উন্নীত করা যাতে শিক্ষক বা অন্য কারো সহায়তা ছাড়া কিংবা ন্যূনতম সহায়তায় পড়ার কিছু নির্দিষ্ট শর্ত মেনে পড়তে পারা। বিদ্যালয়সহ পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীরা পড়ার গুরুত্ব অনুধাবন করে আগ্রহ ও আনন্দের সাথে প্রাত্যহিক জীবনে নিয়মিত পড়ে। প্রকৃতপক্ষে, পঠন দক্ষতা ও পাঠাভ্যাস একে অপরের পরিপূরক এবং একটি আরেকটির ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।

শিক্ষার্থীদের পঠন দক্ষতা উন্নয়ন ও পাঠাভ্যাস তৈরির মাধ্যমে স্বাধীন পাঠক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য গৃহীত কর্মসূচি সুনির্দিষ্ট কিছু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এগিয়ে নিতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে শিক্ষক ও মেন্টরদের সক্ষমতা উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন, সহায়ক নীতি ও পরিকল্পনা গ্রহণ, সংশ্লিষ্ট সকল উন্নয়ন সহযোগী ও অংশীজনদের মধ্যে সমন্বয় ও সহযোগিতা, বিভিন্ন পর্যায়ে বাস্তবায়নকৃত ও বাস্তবায়নাধীন কর্মসূচি ও প্রকল্পসমূহের উত্তম চর্চা, উদ্ভাবন, গবেষণা ও মূল্যায়ন কাজে লাগানো এবং অভিনব কর্মসূচি ও প্রকল্প পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থান ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ।

শিশুর স্ব নিয়ন্ত্রণ (Self-Regulation) গড়তে শিক্ষকের ভূমিকা

মোঃ কামরুজ্জামান
ইন্সট্রাক্টর (সাধারণ), রাজশাহী পিটিআই

ব্যক্তির নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতাই হলো 'Self-Regulation' ব্যক্তি তার আবেগ, চিন্তা ও আচরণ 'Self-Regulation' এর মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। ব্যক্তির মানসিক স্থিতিশলতা, শিক্ষাজীবন, পেশাগত জীবন সফলতার জন্য 'Self-Regulation' এর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে। শিশুর শিক্ষা জীবনে মানসিক সুস্থায় 'Self-Regulation' দক্ষতা অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে। শিশুর শিক্ষাজীবনে সফলতার চাবিকাঠি। আত্মনিয়ন্ত্রণ (Self-Regulation) একটি মানসিক দক্ষতা যা সকল বয়সের মানুষের আবেগ নিয়ন্ত্রণ, চিন্তা নিয়ন্ত্রণ ও আচরণ নিয়ন্ত্রণ পরিচালনা করতে পারে যা ব্যক্তিকে সহনশীল, দায়িত্বশীল ও সংগঠিত করে তোলে।

আত্মনিয়ন্ত্রণ (Self-Regulation) এর উপাদান: আত্মনিয়ন্ত্রণ (Self-Regulation) প্রধানত তিনটি উপাদানের উপর নির্ভরশীল। আবেগ নিয়ন্ত্রণ, চিন্তার নিয়ন্ত্রণ ও আচরণ নিয়ন্ত্রণ। আবেগ নিয়ন্ত্রণ (Emotional Control), মানব জীবনের হতাশা, দুঃখ-দূর্দশা, রাগ এরূপ বিভিন্ন পরিস্থিতিতে যুক্তিসঙ্গত ইতিবাচক আচরণ বজায় রাখাই হলো আবেগ নিয়ন্ত্রণ। ব্যক্তিগত, সামাজিক ও পেশাগত জীবনে সফল হতে আবেগ নিয়ন্ত্রণ সর্বাধিক ভূমিকা রাখে।

আবেগ নিয়ন্ত্রণের উপায়সমূহ: আবেগ চিহ্নিত করা। আবেগটি ইতিবাচক নাকি নেতিবাচক তা ভাবা। আবেগের উৎপত্তি খুজে বের করা। আবেগটি ব্যক্তিগত, সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় কোন ক্ষতির কারণ আছে কিনা তা ভাবা; সুচিন্তিত প্রতিক্রিয়া আবেগের তাড়নায় হঠাৎ কোন সিদ্ধান্ত না নিয়ে সময় নিয়ে তা ভাবা; নিঃশ্বাসের চর্চা করা। গভীর শ্বাস নেওয়ার অনুশীলনের মাধ্যমে মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করা সর্বদা ইতিবাচকভাবে চিন্তা করা। নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি বা আবেগ বাস্তবায়নে কী কী সমস্যা হতে পারে তা নিয়ে চিন্তা করা; রাগ, হতাশা বা দুঃখের মুহূর্তে ধৈর্য্য ধরে নিজেকে শান্ত রাখা; নিজেকে ব্যস্ত রাখা (নিজের শখের কাজ করা, গান শোনা, বই পড়া বা শরীরচর্চা/যোগব্যায়াম) মাধ্যমে আবেগের ভারসাম্য রক্ষা করা যায় কোনো পরিস্থিতির নিজেকে উত্তেজিত করলে কিছুক্ষণের জন্য সেখান থেকে দূরে থাকা; ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন ব্যক্তিদের সাথে অনুভূতি শেয়ার করা; মনোবিজ্ঞানীর সাহায্য নেওয়া; চিন্তার নিয়ন্ত্রণ (control of thought) জীবনের বিভিন্ন পেক্ষাপটে ইতিবাচক চিন্তা বা দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করাই হলো চিন্তার নিয়ন্ত্রণ।

চিন্তার নিয়ন্ত্রণের উপায়সমূহ: নেতিবাচক চিন্তার পরিবর্তে ইতিবাচক চিন্তা করার অভ্যাস গড়ে তোলা; অপ্রয়োজনীয় চিন্তা বাদ দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে মনোযোগ দেয়া; সচেতন থাকা এবং নেতিবাচক চিন্তা চিনতে শেখা; সৃজনশীল কাজে মনোযোগ দেয়া; নেতিবাচক চিন্তাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নেয়া ও মোকাবেলা করা; নিয়মিত মেডিটেশন করা; নিয়মিত শরীর চর্চা করা।

আচরণ নিয়ন্ত্রণ (Behavior Control): আচরণকে নিয়ন্ত্রণ বলতে সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য ও ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া বোঝায়। ব্যক্তির ইমেজ ও ব্যক্তিত্ব প্রকাশের মাধ্যমই হলো ব্যক্তির আচরণ। মূলত ব্যক্তির ব্যবহার বা আচরণকে নিয়মের মধ্যে বা শৃঙ্খলার মধ্যে আবদ্ধ রাখা। স্কুল, পরিবার অথবা সমাজের শিশুদের সঠিকভাবে গড়ে তোলার জন্য আচরণ নিয়ন্ত্রণ শিশুর সর্বাধিক সফলতার চাবিকাঠি হিসেবে কাজ করে থাকে।

আচারণ নিয়ন্ত্রেণের উপায়: আচরণের প্রভাব বুঝতে পারা; সহনশীল হওয়ার চর্চা করা; আত্মজ্ঞান বৃদ্ধি করা; ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি রাখা; নিয়মানুবর্তিতা অনুসরণ করা; উত্তেজনা নিয়ন্ত্রণ করা; ভদ্রতা বজায় রাখা; ভুল থাকলে তা মেনে নেওয়া ও অনুশোচনা করা।

আচরণ নিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব: নেতৃত্বের দক্ষতা গড়ে তোলে; সামাজিক সম্পর্ক উন্নয়ন হয়; অন্যের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়তে সাহায্য করে; মানসিক স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি করে; নিয়ন্ত্রিত আচরণ ব্যক্তির মানসিক চাপ ও হতাশা কমায় শৃঙ্খলাপূর্ণ আচরণ মানুষকে সুসংগঠিত করে; সমস্যার সমাধানের ক্ষমতা বাড়ায়; যুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ হয়।

শিশু শিক্ষায় আত্মনিয়ন্ত্রণ (Self-Regulation) কেন গুরুত্বপূর্ণ? শিশু শিক্ষায় Self-Regulation (আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা) শিশুর মানসিক, পারিবারিক, সামাজিক, এবং একাডেমিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

১. শিখন-শেখানো কার্যক্রমে অংশগ্রহণ: Self-regulation শিশুকে নিজের আবেগ, মনোযোগ ও আচরণ নিয়ন্ত্রণ করতে শেখায়। এক্ষেত্রে শিশুর শ্রেণি কার্যক্রমকে ফলপ্রসু করতে সহযোগিতা করে।

- শ্রেণি কক্ষে মনোযোগ ধরে রাখতে পারে; শ্রেণি কার্যক্রম শেষ না হওয়া পর্যন্ত ধৈর্যসহকারে কাজ করতে থাকে; ক্লাসরুমে নিয়ম-কানুন মেনে চলে; শিক্ষককে অনুসরণ করে কাজ করে; অন্যের প্রতি ইতিবাচক আচরণ করে।

২. সামাজিক দক্ষতা গড়ে উঠা: শিশু আত্মনিয়ন্ত্রণ শিখলে সে সামাজিক দক্ষতায় গড়ে উঠে। সহপাঠী ও শিক্ষকদের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক গড়তে পারে এবং নিজেদের আবেগ নিয়ন্ত্রণ করে সঠিকভাবে প্রতিক্রিয়া দিতে পারে। এক্ষেত্রে শিশুর মধ্যে যা পরিলক্ষিত হয়:

- বন্ধুদের সঙ্গে ভালো আচরণ করে; নিজের মতামত অন্যের উপর চাপিয়ে দেয় না; অন্যের দৃষ্টিভঙ্গি বোঝার চেষ্টা করে; সহপাঠীদের সাথে দলীয় বা জোড়ায় কাজে মনোনিবেশ করে।

৩. একাডেমিক উন্নয়ন: শিশুরা সহজেই মনোযোগ হারায়, কিন্তু আত্মনিয়ন্ত্রণ থাকলে তারা পড়াশোনায় বেশি মনোযোগী হতে পারে। এতে শিশুদের মনোযোগ ও একাগ্রতা বৃদ্ধি পায়।

- শিক্ষকের শেখানো বিষয় অস্পষ্ট থাকলে শিক্ষককে জিজ্ঞেস করে; পড়ালেখায় শিশুরা মনোযোগী হয়; নিজের ভুল থেকে শিখতে পারে; শিক্ষককে যথাযথভাবে অনুসরণ করে; হোমওয়ার্ক (বাড়ির কাজগুলে) যথাযথভাবে জমা দেয়।

৪. আবেগ নিয়ন্ত্রণে সহায়তা: শিশুরা যখন রাগ, হতাশা, আনন্দ, উত্তেজনা প্রভৃতি আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে শেখে, তখন তারা

- নিম্নোক্ত কাজগুলো দক্ষতার সাথে মোকাবেলা করে। সহপাঠির সাথে অথবা শ্রেণির কার্যক্রমের যেকোন কঠিন পরিস্থিতিতে স্থির থাকতে পারে; নিজের আনন্দের কথা অন্যের সাথে শেয়ার করতে শেখে; পাঠ সংক্রান্ত হতাশা বা বোধগম্য নয় এমন বিষয় বা পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে পারে; শ্রেণিকক্ষে সহপাঠীদের সঙ্গে সংঘর্ষ এড়িয়ে বন্ধুসুলভ আচরণ করতে পারে; নিজের মনের কথা নির্বাচিত বন্ধুর কাছে শান্তভাবে প্রকাশ করতে পারে।

৫. দীর্ঘমেয়াদী সাফল্যের ভিত্তি তৈরি করা: শুধুমাত্র শিশুকাল নয়, বরং Self-regulation ভবিষ্যৎ জীবনেও শিশুর জন্য কার্যকর। জীবনের লক্ষ্য স্থির রাখতে সাহায্য করে। পড়াশোনার লক্ষ্য ঠিক করে তা অর্জনের জন্য সহনশীলতার সাথে কাজ করতে পারে।

- অন্যের জীবনের লক্ষ্যের সাথে নিজের লক্ষ্য তুলনা করতে পারে; সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা গড়ে তোলে।

৬. প্রতিকুল পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ করা: খুব ছোট থেকেই শিশুরা প্রতিকুল পরিবশে মোকাবেলা করতে শেখে।

- স্কুলের চাপ বা প্রতিকূলতা সামলাতে সক্ষম হয়; সমস্যা সমাধান ও যুক্তিবাদী চিন্তা করতে শেখে; শিশুরা ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করতে পারে এবং আবেগের বশে ভুল সিদ্ধান্ত কম নেয়; শিশুরা স্বাধীনচেতা ও আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে।

শিশুর মধ্যে Self-Regulation গড়ে তোলায় শিক্ষকের ভূমিকা: একজন আদর্শ শিক্ষক শিশুর ভবিষ্যৎ স্বপ্নদ্রষ্টা। শিশুর মনোজগতের কারিগর। শিশুর আত্মনিয়ন্ত্রণ গড়তে শিক্ষকের যথেষ্ঠ ভূমিকা রয়েছে। ১.শরীর ও মন শান্ত রাখার কৌশল Box Breathing অনুশীলন; Box Breathing এর মাধ্যমে শিশুর আত্মনিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে।

নির্দেশনা: শিশুকে একটা Box কল্পনা করতে বলুন।

হাওয়ার উপর অথবা কাগজের উপর আঙুল দিয়ে নিজে শিশুদের সাথে Box আঁকুন।

অথবা

চোখ বন্ধ করে কল্পনায় শিশুদের সাথে Box আঁকুন। প্রয়োজনে নিচের Box Breathing ছবিটি অনুসরণ করুন।

প্রয়োজনে নিজের মতো করে অনুশীলন করতে পারবেন।

কাজ ১. শ্বাস নাও। (১,২,৩,৪ পর্যন্ত গণনা পর্যন্ত)

কাজ ২. শ্বাস ধরে রাখো (১,২,৩,৪ পর্যন্ত গণনা পর্যন্ত)

কাজ ৩. শ্বাস ছাড়ো-আস্তে আস্তে (১,২,৩,৪ পর্যন্ত গণনা পর্যন্ত)

কাজ ৪. থেমে যাও-শ্বাস নেওয়া বা ছাড়া যাবে না (১,২,৩,৪ পর্যন্ত গণনা পর্যন্ত)

এভাবে ৩-৪ বার ধীরে ধীরে শিশুদের সাথে অনুশীলন করুন।

২. আবেগ চিনতে শেখানো: শিশুকে শেখান কিভাবে নিজের আবেগ চিহ্নিত করবে। যেমন, "তুমি কি এখন রাগান্বিত? কেন? বিভিন্ন আবেগ প্রকাশের জন্য সহজ ভাষা ব্যবহার করুন (যেমন: খুশি, দুঃখ, রাগ, হতাশা)।

৩. শ্রেণিকক্ষে ভলিউম মিটার এর ব্যবহার: শ্রেণি কার্যক্রমে ভলিউম মিটারের ব্যবহার শিশুর আত্মনিয়ন্ত্রণ (Self-Regulation) এর জন্য একটি কার্যকরী কৌশল। যার মাধ্যমে শ্রেণি কক্ষে শব্দ নিয়ন্ত্রণ, মনোযোগের স্তর নিয়ন্ত্রণ, গোছানো/শৃঙ্খলা, টাইম ম্যানেজমেন্ট, নির্দিষ্ট কার্যকলাপে উৎসাহ প্রদান, পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন, ধৈর্য ও মনোবল বৃদ্ধি হয়ে থাকে।

ভলিউম মিটার যেভাবে ব্যবহার করতে হবে: ক্লাসে ভলিউম মিটার স্তর ভিত্তিক আলাদা আলাদা পরিচিতি করুন; প্রতিটি স্তরের কাজ বর্ণনা করুন; প্রতিটি স্তরের জন্য প্রয়োজনে আলাদা আলাদা রং ব্যবহার করুন; কোন স্তর কোন কাজে ব্যবহার হবে তা ব্যাখ্যা করুন; প্রতিটি স্তরের জন্য অভিনয় করে দেখান; ক্লাস রুমে বড় সাইজের ভলিউম মিটার চার্ট রাখুন, এতে শিক্ষার্থীরা সহজেই নিজেদের কথা বলার স্তর বুঝতে পারে। পাশের ছক ও ছবি অনুসরণ করুন-

৪.মনোযোগ বৃদ্ধির কৌশল: এমন কিছু মজার মজার শিক্ষামূলক ধাঁধা, গেম বা গল্প পড়া রয়েছে যা শিশুর মনোযোগ বৃদ্ধিতে সহযোগিতা করে। উক্ত অনুশীলনীর মাধ্যমে শিশুর মনোযোগ ধরে রাখার অভ্যাস গড়ে তোলা যেতে পারে। ধাপে ধাপে কাজ করতে শেখান, যাতে শিশুরা একসঙ্গে অনেক কিছু নিয়ে বিভ্রান্ত না হয়।

৫.আবেগ-কে চেনা এবং প্রকাশ করার উপায় শেখানো: শিশুকে শেখাতে হবে কিভাবে সে তার আবেগ চিনতে এবং তা শান্তভাবে প্রকাশ করতে পারে। কৌশল: "তুমি রেগে গেছ, তাই না?" বলে আবেগ স্বীকৃতি দেওয়া। ইমোশন চার্ট ব্যবহার করা। "আমি রাগান্বিত/ কারণ..." বলতে শেখানো।

৬. শৃঙ্খলা ও নিয়ম মেনে চলার শিক্ষা: শিশুর জন্য সহজ নিয়ম তৈরি করুন। (উদাহরণ: "পড়ার সময় পড়া আর খেলার সময় খেলা")। শিশু যখন নিয়ম মেনে চলবে তখন তাকে প্রশংসা করুন এবং ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া দিন। প্রয়োজনে পুরস্কার দিন।

৭. সমস্যা সমাধানের দক্ষতা শেখানো: শিশুকে বিকল্প সমাধান খুঁজতে উৎসাহ দিন। উদাহরণ: "এখন আমরা সবাই ইচ্ছে মতো খেলবো। তুমি যদি খেলনা না পাও তবে রেগে না গিয়ে তুমি গল্পের বই পড়ার মাধ্যমে সময়ের ব্যবহার করতে পারো।

৮. ধৈর্য ও অপেক্ষার অভ্যাস গড়ে তোলা: শিশুকে ছোট ছোট কাজ দিয়ে অপেক্ষার শিক্ষা দেয়া যেতে পারে। যেমন: "খেলার আগে ৩ মিনিট অপেক্ষা করো"। এক্ষেত্রে টাইমার বা স্টপওয়াচ ব্যবহার করে দেখান কিভাবে অপেক্ষা করতে হয়।

৯. মডেলিং বা উদাহরণ দেখানো: শিশুরা সবসময় বড়দের আচরণ নকল করে শেখে। তাই বড়দের শান্ত, নিয়ন্ত্রিত আচরণ শেখানোর মাধ্যমে তাকেও নিয়ন্ত্রিত আচরণ শেখানো যেতে পারে। এটি একটি শক্তিশালী উপায়। উদাহরণ: আপনি রেগে গেলে বলুন: "আমার এখন বিরক্ত লাগছে, একটু সময় নিচ্ছি।"

১০. নিয়মিত রুটিন তৈরি করা: শিশুকে তার কাজের একটি রুটিন করে দেয়া যেতে পারে। শিশুদের দিনের একটি পূর্বনির্ধারিত রুটিন দিলে তারা সময় ব্যবস্থাপনা ও দায়িত্ব নেওয়া শিখে।

১১. খেলা ও গল্পের মাধ্যমে শেখানো: রোল-প্লে, পাপেট শো, রেগে যাওয়া অথবা দুঃখ পাবার গল্প –এসবের মাধ্যমে শিশুরা নিজেদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সংযোগ করতে পারে। উদাহরণ: রাগ হলে তুমি কী করো? অভিনয়ের মাধ্যমে দেখাও।

১২. ভবিষ্যৎ ভেবে সিদ্ধান্ত নিতে শেখানো: শিশুকে একটি কাজে সাথে আরেকটি কাজের লিংক তৈরি করে দেয়া যেতে পারে। উদাহরণ: যে স্কুলে আগে আসবে, সে একটি করে চকলেট পাবে। এক্ষেত্রে শিশুরা একটি কাজের সাথে আরেকটি কাজের ফল নিহিত আছে ভেবে সে আগের কাজটি করার চেষ্টা করবে।

১৩. ছোট ছোট সাফল্যে প্রশংসা করা: শিশুরা প্রশংসা পেতে খুব পছন্দ করে। শিশু যখন আত্মনিয়ন্ত্রণ করবে, তখন তাৎক্ষণিকভাবে প্রশংসা করুন। "তুমি চমৎকারভাবে অপেক্ষা করতে পেরেছ!" "তুমি রেগে গেলেও কাউকে তুমি বিরক্ত করোনি। এটি খুব ভালো হয়েছে।"

১৪. সহায়ক পরিবেশ তৈরি করুন: একটি নিরাপদ এবং স্নেহপূর্ণ পরিবেশ তৈরি করুন, যেখানে শিশুরা নিরাপদ এবং ভালোবাসা অনুভব করে। এটি তাদের স্ব-নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় মানসিক স্থিতিশীলতা বিকাশে সহায়তা করবে।

১৫. সমস্যা সমাধানে উৎসাহিত করুন: শিশুদের চ্যালেঞ্জগুলো চিন্তা করে সমাধান বের করতে উৎসাহিত করার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের দক্ষতা বিকাশে সহায়তা করুন।

১৬. শিশুর মানসিক চাপ ও হতাশা মোকাবেলা করার কৌশল শেখান: শিশুদের চাপ এবং হতাশার সাথে মোকাবিলা করার জন্য স্বাস্থ্যকর কৌশল শেখান। উদাহরণ: গভীর শ্বাস, শিথিলকরণ কৌশল, শারীরিক কার্যকলা, পছন্দেও খেলা করা, প্রিয় বন্ধুর সাথে গল্প করতে দেয়া, শ্রেণিকক্ষের বাইরে নিয়ে যাওয়া প্রভৃতির মাধ্যমে শিশু মানসিক চাপ ও হতাশা থেকে মুক্ত হতে পারে।

১৭. অনুশীলনের মাধ্যমে আত্ম-নিয়ন্ত্রণ: শিশুদের বিভিন্ন পরিস্থিতিতে স্ব-নিয়ন্ত্রণ অনুশীলন করার সুযোগ দিন। ছোট চ্যালেঞ্জ দিয়ে শুরু করুন এবং ধীরে ধীরে তাদের দক্ষতা বিকাশের সুযোগ দিন। শিশুদের বেশি বেশি অনুশীলন করান। এতে তারা বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হবে এবং নিজেদের নিয়ন্ত্রণ করার দক্ষতা বাড়বে।

১৮. প্রশংসা ও উৎসাহ দিন: শিশুরা সর্বদা প্রশংসা পেতে ভালোবাসে। শিশুদের তাদের আচরণ নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টার জন্য স্বীকৃতি দিন এবং প্রশংসা করুন। ইতিবাচক শক্তিবৃদ্ধি তাদের এই দক্ষতাগুলো বিকাশ করতে অনুপ্রাণিত করবে।

১৯. পুরস্কার ও সতর্ক বার্তা দেয়া: শিশুকে তার সুন্দর আচরণ-ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন পুরস্কার, স্টিকার বা তারকা চিহ্ন, ফুল, চকলেট প্রভৃতি দিতে পারেন। আর খারাপ আচরণের জন্য নম্রভাবে সতর্ক বার্তা বা সতর্ক বার্তা স্টিকার দিতে পারেন। এতে তারা ভাল এবং মন্দ আচরণ আলাদা করতে সচেষ্ট হবে।

২০. বয়সভিত্তিক Self-Regulation ধারণা দেয়া: শিক্ষক তার চিন্তা চেতনার শ্রেণিভিত্তিক বা বয়সভিত্তিক বিভিন্ন আবেগ নিয়ে বিভিন্ন রকম একটিভিটি অনুশীলন করতে পারেন।

- ৪-৫ বছর: ছোট ছোট আবেগ বোঝানো, রুটিন কাজ শেখানো; ৬-৮ বছর: সমস্যার সমাধান অনুশীলন, দায়িত্ব দেয়া; ৯ বছর+: নিজে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ দেয়া, নিজের লক্ষ্য নির্ধারণ করা।

সফল বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের গুণাবলি

মোঃ মিজানুর রহমান খান
উপজেলা সহকারী প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, বেতাগী, বরগুনা

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক যেমন তার বিদ্যালয় তেমন। ইংরেজিতে আমরা প্রায়শ শুনি "As is the headmaster so is the school." একটি বিদ্যালয়কে সফল ও কার্যকর করতে প্রধান শিক্ষকের গুণাবলি শুধুমাত্র তার ব্যবস্থাপনা দক্ষতার সাথে গ্রহণযোগ্যতা নয়, বরং এটি শিক্ষার পরিবেশ এবং ব্যবস্থাপনা কৌশল অনুসারে সততা, উদ্ভাবন এবং দায়িত্ববোধের মাধ্যমে অংশীজনের উপর প্রভাব ফেলে। প্রধান শিক্ষক একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের জন্য দায়িত্বশীল নেতা। সফল ও কার্যকর বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের গুণাবলিসমূহের মধ্যে রয়েছে নেতৃত্বের দক্ষতা, দায়িত্ববোধ, যোগাযোগের ক্ষমতা, শিক্ষক-শিক্ষার্থী অভিভাবকের সাথে মেলবন্ধন তৈরির সক্ষমতা এবং মনিটরিং, মেন্টরিংসহ আরো অনেক কিছু।

প্রধান শিক্ষকের অন্যতম প্রধান গুণ হলো নেতৃত্বের ক্ষমতা। একটি বিদ্যালয়ের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য শক্তিশালী নেতৃত্ব আবশ্যক। নেতৃত্বের একাধিক পদ্ধতি রয়েছে, যার মধ্যে শামিল: শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষকদের এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রেরণা জাগানো। তিনি তাদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে উৎসাহিত করেন। তিনি একজন আদর্শ, যার কার্যকলাপ শিক্ষকদের এবং শিক্ষার্থীদের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস। স্কুলের সামগ্রিক কার্যক্রম, শিক্ষকদের উন্নয়ন এবং শিক্ষার্থীদের কল্যাণ নিশ্চিত করতে তাকে সব সময় সজাগ থাকতে হয়। তিনি নেতা তার নেতৃত্বের ক্যারিশম্যাটিক সক্ষমতা দিয়ে স্টেক হোল্ডারদের মাধ্যমে কাজ করিয়ে নেন। তাকে পরিষ্কারভাবে প্রতিটি পক্ষের দৃষ্টিভঙ্গি বুঝতে এবং যোগাযোগ করতে সক্ষম হতে হবে। প্রধান শিক্ষকের জন্য শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্টদের সাথে প্রভাবশালী যোগাযোগের দক্ষতা অপরিহার্য।

শিক্ষা ক্ষেত্রে নতুন পদ্ধতি এবং প্রযুক্তি প্রবর্তন করা হয়, তাই প্রধান শিক্ষকের উদ্ভাবনী চিন্তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নতুন প্রতিষ্ঠান বা প্রযুক্তির অভিজ্ঞতা নিয়ে আলোচনা করে নতুন পদ্ধতি মোতাবেক কার্যক্রম পরিচালনা করা। স্কুলের বিভিন্ন কার্যক্রমে নবীনত্ব আনতে হবে। সফল প্রধান শিক্ষককে শিক্ষণ-শিক্ষার সর্বশেষ তথ্য এবং প্রযুক্তির সাথে আপডেট থাকতে হয়। এখনকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার হয়ে থাকে। নতুন প্রযুক্তিগুলির ব্যবহার শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য অত্যাবশ্যক। আজকের প্রযুক্তির মধ্যে স্কুল ব্যবস্থাপনায় প্রধান শিক্ষকের প্রযুক্তির ওপর ভাল দখল থাকা উচিত। ডিজিটাল লার্নিং টুলস এবং প্ল্যাটফর্মে দক্ষতা শিক্ষার অভিজ্ঞতা উন্নত করে। তিনি শিক্ষকদের মনিটরিং করেন এবং মনিটরিং এর মাধ্যমে তাদের পেশাগত উন্নয়নে সহায়তা করেন।

প্রধান শিক্ষকের সততা এবং স্বচ্ছতা বিদ্যালয়ের পরিবেশকে প্রভাবিত করে। কাজের প্রতি উন্মুক্ত ও সৎ দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রাখা। শিক্ষার মান বজায় রাখার জন্য প্রধান শিক্ষকের স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিষ্ঠানের সব কার্যক্রম এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা আনতে হবে। বৈশ্বিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে এখন পরিবেশ রক্ষার দায়িত্ব শিক্ষকদের উপর বেশি পড়ে। শিক্ষার্থীদের নতুন কৌশল ও পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত করানো। বিদ্যালয় শুধু একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নয়; এটি একটি সম্প্রদায়ের মধ্যে একত্রিত হওয়ার স্থান। সম্প্রদায়ের সদস্যদের সাথে একত্রিত হয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজন করা যাতে সামাজিক সম্পর্ক বাড়ানো যায়। স্থানীয় সম্পদ এবং সংগঠনগুলির সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা।

উন্নত পেশাদারিত্ব বিদ্যালয়ের সত্যিকার মান বৃদ্ধি করে। শৃঙ্খলাবোধ এবং আচরণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে পেশাদারিত্বের আদর্শ তৈরি করে। শিক্ষকদের পেশাদারিত্ব বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া, প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ সমস্যা চিহ্নিত করা এবং তার সমাধানে কাজ করা, নিয়মিত অভিভাবক সমাবেশের মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করা, অভিভাবকদের অভিমত নেওয়া এবং প্রয়োজনে কার্যক্রম পরিবর্তন করা এবং সঙ্কটের সময় প্রধান শিক্ষকের শীর্ষস্থানীয় ভূমিকা পালন করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ক্রিটিক্যাল সময়ে শিক্ষকদের এবং অভিভাবকদের সাথে তথ্য বিনিময় করা। অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতিতে কার্যক্রম ও পরিকল্পনা তৈরি করা। বিদ্যালয় একটি সমাজের অংশ; তাই প্রধান শিক্ষকের সামাজিক দায়িত্বও রয়েছে। বিভিন্ন সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করা। স্থানীয় দরকার অনুযায়ী প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা।

একজন কার্যকর বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হতে হলে সমন্বয় ও মানসিক সক্ষমতার উপর অঙ্গীকার প্রয়োজন। বিদ্যালয়ের লক্ষ্য অর্জনের জন্য অংশীজনের সকল প্রকার ধনাত্মক গুণাবলি সম্পূর্ণভাবে কাজে লাগাতে হবে। এককভাবে প্রধান শিক্ষক হিসেবে সফলতা পাওয়া যাবে না। যদি বিদ্যালয়ের সকলকে নিয়ে নিজ নেতৃত্বে উপরিউক্ত বহুমাত্রিক গুণাবলি সংযোজন করে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য স্থির করে আগানো যায় তাহলেই সামগ্রিক সফলতা সম্ভব।

বিদ্যালয়ের সুষ্ঠু কার্যক্রম এবং শিক্ষার উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। সফল বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের গুণাবলি বিভিন্ন দিক থেকে বিদ্যালয়ের প্রক্রিয়া এবং ফলাফলে প্রভাব ফেলতে পারে। প্রধান শিক্ষকের উন্নত নেতৃত্ব, দায়িত্ববোধ, যোগাযোগ এবং উদ্ভাবন দক্ষতা সম্মিলিতভাবে বিদ্যালয়ের শিক্ষা ও পরিবেশের উন্নয়নে অবদান রাখতে সক্ষম। এইসব গুণাবলি অনুসরণ করে একজন প্রধান শিক্ষক তার বিদ্যালয়কে উন্নতির পথে পরিচালিত করতে পারেন। সবশেষ বলা যায় "The school reflects the qualities of its headmaster."

সফলতার গল্প

সুলতানা রাজিয়া
সহকারী শিক্ষক, বীরগঞ্জ মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বীরগঞ্জ, দিনাজপুর

আলহামদুলিল্লাহ!

আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে নিজের কাজের প্রতি যত্নবান থেকে নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে যাচ্ছি। শ্রেষ্ঠ হওয়ার জন্য কাজ করিনি; কাজ করে যাচ্ছি শিশুদের এবং স্কুলকে ভালোবাসি এজন্যই। শিশুদেরকে ঠকালে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করবেন না এই ভয়ে আমি কাজ করেছি। আমি যা পেয়েছি আমার পরিবার, আমার প্রতিষ্ঠান - বীরগঞ্জ মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়-এর প্রধান শিক্ষক মহোদয়, আমার সহকর্মী, শুভাকাঙ্ক্ষী, এলাকাবাসী এবং সারা বাংলাদেশব্যাপী কিছু গুণিজনের কাছ থেকে বিভিন্ন পরামর্শ ও সহযোগিতা। যারা আমার জীবন চলার পথে নিয়মিত অনুপ্রেরণা দিয়ে যাচ্ছেন তাদের প্রতি আমি চিরকৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি । আমি বিশ্বাস করি সৃজনশীলতা প্রকাশ ও জ্ঞানের মধ্যে আনন্দ জাগ্রত করা হলো একজন শিক্ষকের প্রধান শিল্প। কর্মজীবনে সফল হতে গেলে সব সময় ইতিবাচক চিন্তা করে কাজ করতে হবে এবং নতুন কিছু শেখার আগ্রহ ও মানসিকতা থাকতে হবে। তাহলে সফল হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। আমি আমার বিদ্যালয়ের কাজগুলো, উপজেলা, জেলা, বিভাগীয় ও জাতীয় ভাইভা বোর্ডে অংশগ্রহণের জন্য নিজের বর্তমান অবস্থা প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপনের চেষ্টা করেছি। সাফল্য পেতে হলে কঠোর পরিশ্রম, আনুগত্য এবং অধ্যবসায় করতে হয়। ব্যর্থতা হতে শিক্ষা নিয়ে কাজ করেছি। ঘুরে দাঁড়ানোর অভ্যাস করেছি। আমার মতে আমরা যেমন গেম খেলতে গিয়ে হেরে যাই তখন আবার সেই ধাপ পার হওয়ার জন্য নতুন ভাবে চেষ্টা করি এবং পার হয়েও যাই। ঠিক তেমনই আমরা কোনো কাজ মন থেকে বারবার চেষ্টা করলে এবং পরিশ্রম ও সময় দিলে অবশ্যই সফলতা ফিরে পেতে পারি। ঠিক তেমনই শ্রেষ্ঠত্ব একজন ব্যক্তির পরিপূর্ণতার অনুভূতির প্রতিফলন। যেকোনো প্রাপ্তি নিজের কর্মস্পৃহা আরও দ্বিগুণ বাড়িয়ে তোলে। আমি বিদ্যালয় ও উপজেলায় বিভিন্ন দিবসগুলোতে অংশগ্রহণ করে থাকি। কখনও কোনো কাজে বিরক্ত হইনি ; ভালোলাগা হিসেবে গ্রহণ করেছি। প্রতিদিন সকালে কিংবা রাতে শিশুদের এবং বিদ্যালয়কে নিয়ে ভাবতাম। আমার শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হওয়ার জন্য নয় ; আমার প্রতিটি কাজের পেছনে একটি আবেগ ও যত্নশীলতা এবং ভালোবাসা কাজ করছিল। আমি যেন কোনো একটি কাজ করে তৃপ্ত হই এবং তৃপ্তি পাই না সেটা যতক্ষণ পর্যন্ত ভালোভাবে না হয় -ততক্ষণ চেষ্টা করতে থাকি। আমার ছোটবেলা থেকেই স্বপ্ন ছিলো প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হওয়ার; সেই ইচ্ছেটাও মহান আল্লাহ তায়ালা পূর্ণ করেছেন। আর সেই জন্য আমি আমার প্রাথমিক শিক্ষাকে নিয়ে কাজ করছি এবং শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের পাশে থাকি। আমার চাকুরিতে যোগদান ১৯.০১.২০১৬ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে। যেদিন চাকুরিতে প্রথম যোগদান করি ঠিক সেদিন থেকেই শিশুদের নিয়ে মনে - প্রাণে কাজ শুরু করে দিই। ভীষণ ভালো লাগে তাদের পাশে থাকতে। শিক্ষার্থীদের নিয়ে পাঠদানের জন্য বিভিন্ন উপকরণ তৈরি করি এবং সেগুলো দিয়ে পাঠদান করে থাকি। আকর্ষণীয় উপকরণ দিয়ে পাঠদান করালে শিক্ষার্থীরা খুব উৎসাহ পায়। আমি নিজ হাতে শিক্ষা উপকরণ তৈরি করি এবং শ্রেণি কক্ষে ও উপকরণ মেলায় সেগুলো প্রদর্শনও করে থাকি। আসলে কাজ ভালোবাসি বলেই আজ এতদূর আসতে পেরেছি। পেছন থেকে অনেকে অনেক কিছু বলে কিন্তু সেসবে কান না দিয়ে আপন মনে কাজ করে যাই; এতে করে নিজ আত্মা শান্তি পায়। আমার সফলতার মাঝে সর্ব প্রথম হচ্ছে পরিশ্রম আর যাঁরা পরিশ্রম করে তারা কখনো পিছনে থাকেন না। যেখান থেকেই শিখেছি সেটা হলো - আমার বিদ্যালয়ে যোগদানের পর একটা নষ্ট ল্যাপটপ দেখতে পাই, যেটা অকেজো হয়ে পড়ে ছিলো। কিন্তু আমার মাথায় বুদ্ধি এলো - মাল্টিমিডিয়া কন্টেন্ট - এর মাধ্যমে পাঠদান করানো । এখন ল্যাপটপ পাবো কোথায়? কোভিড-১৯ -এর প্রভাবের সময় শিক্ষার্থীদের কথা চিন্তা করে পাশের একজনের কাছ থেকে একটা ল্যাপটপ ধার নিয়ে কাজ করা শুরু করে দিই এবং মাল্টিমিডিয়া কনটেন্ট তৈরি করে শিক্ষার্থীদের পাঠদানের ব্যবস্থা করি। সেখান থেকে ভাবলাম কীভাবে আরো নিজেকে সমৃদ্ধ করবো? এই বিষয় মাথায় রেখে পুরোদমে কাজ করি এবং মাল্টিমিডিয়া কনটেন্ট আপলোড করি প্রাণের 'শিক্ষক বাতায়নে'। এভাবে কাজ করতে করতে বাতায়নের শর্ত পুরণ হওয়ার পর এম্বাসেডরের জন্য আবেদন করি এবং আইসিটি জেলা এম্বাসেডর হিসেবে নির্বাচিত হই ২০২১ খ্রিষ্টাব্দে এবং ২০২২ খ্রিষ্টাব্দে উপজেলায় শ্রেষ্ঠ শিক্ষক নির্বাচিত হই।

তারপর ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দে দেশ সেরা কনটেন্ট নির্মাতা মনোনীত হই এটুআই কর্তৃক। আমি এই ল্যাপটপ দিয়ে বিদ্যালয়ের উপবৃত্তি থেকে শুরু করে যাবতীয় অনলাইন কাজ করে থাকি পাশাপাশি আমার উপজেলা থেকে শুরু করে দেশের বিভিন্ন স্কুলগুলোকে অনলাইন ভিত্তিক কাজে সহযোগিতা করে থাকি। এভাবেই সারা বাংলাদেশের মাঝে একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে ফেলি। আমি জাতীয় শিক্ষা পদক ২০২৪ - এর ভাইভা বোর্ডে যাওয়ার পূর্বে সেই ধার করা ল্যাপটপটিও নষ্ট হয়ে যায়। বর্তমানে "আমি একীভূতকরণের কৌশল : শিখন-শেখানো এবং মূল্যায়ন" এই বিষয়ে উপজেলায় প্রশিক্ষক হিসেবে নির্বাচিত হই এবং প্রশিক্ষক হিসেবে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করে থাকি।

আমি বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের কথা চিন্তা করে তাদের জন্য বিদ্যালয়ে লাইব্রেরি করে থাকি সেখানে তারা বিভিন্ন বই পড়ে জ্ঞান অর্জন করে। শিক্ষার্থীদের শুদ্ধাচার চর্চা করাই এবং সৃজনশীলতা প্রকাশের জন্য দেয়ালিকা বিভিন্ন পাক্ষিকে উন্মোচন করে থাকি। শিক্ষার্থীদের জন্য তৈরি করেছি মানবতার দৈয়াল। অভিভাবকদের জন্য তৈরি করেছি অভিভাবক-পাঠাগার। এখানে এলে অভিভাবকরাও বই পড়ে সময় পার করেন। নতুন বিদ্যালয়ে আগমন উপলক্ষ্যে আমি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের নিয়ে নবীন বরণ অনুষ্ঠান করে থাকি নিজ অর্থায়নে। শিক্ষার্থীরা যেনো স্কুলে এসেই আনন্দঘন একটা পরিবেশ পায় এবং তাদের ভীতি কেটে যায় আর বিদ্যালয়ের প্রতি আগ্রহ তৈরি হয়-এজন্যই এই আয়োজন। ছোট সোনামণিদের নিয়ে বিভিন্ন প্রজেক্ট তৈরি করে তাদের সৃজনশীলতা প্রকাশ করে থাকি। বাগান তৈরি করার পাশা-পাশি শিক্ষার্থীদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্য গ্রুপ তৈরি করে দিই। ক্ষুদে ডাক্তার হিসেবে তাদেরকে নির্ধারিত পোষাক পরিয়ে অভিনয়মূলক রিহার্সাল করাই বিভিন্ন স্বাস্থ্যবিষয়ক সেবাকর্মের ভেতর দিয়ে। শিক্ষার্থীদের জন্য ছুটির রেজিস্ট্রার মেইনটেইন করি এতে করে শিক্ষার্থীরা আবেদন লিখতে অভ্যস্থ হয়। তার সাথে সাবলীল পাঠের জন্য সাপ্তাহিক পত্রিকা পাঠের ব্যবস্থা করে তাদের মাঝ থেকে ১ম, ২য় এবং ৩য় অবস্থান অর্জন করায় তাদেরকে পুরুস্কার দেয়ার ব্যবস্থা করি নিজ অর্থায়নে। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের মাঝে আগ্রহ সৃষ্টি হয়। বিদ্যালয় এবং অভিভাবকদের মাঝে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। শিক্ষার্থীদের নিয়ে "স্বপ্ন দেখি, স্বপ্ন বুনি " এই বইটি তৈরি করি এর মাঝে তারা তাদের পরবর্তী জীবনে কে কী হতে চায় তার স্বপ্ন দেখে। এক্ষেত্রেও শিক্ষার্থীদের মাঝে ব্যপক আগ্রহ তৈরি হয়ে থাকে। শিক্ষার্থীদের নিয়ে কেস স্টাডি করে থাকি এবং শিক্ষার্থীদের অবস্থান সম্পর্কে ধারণা নিই । বিদ্যালয়ের প্রতিটি শ্রেণিকক্ষের মাঝে সততার কর্ণার তৈরি করেছি নিজ উদ্যোগে।

আমি শিক্ষার্থীদের উন্নয়নের জন্য আলাদা করে শিক্ষার্থীদের প্রোফাইল তৈরি করি। এখানে অভিভাবকদের মতামত নিয়ে রেজিস্ট্রার মেইনটেইন করি। তার সাথে উঠান - বৈঠকসহ অভিভাবক সমাবেশের আয়োজন করি। একটি সফলতার পেছনে অগণিত মুহূর্তের ত্যাগ ও সাধনার যোগ রয়েছে যা সংক্ষেপে বলার চেষ্টা করা হলো মাত্র। যে সকল শিক্ষার্থীর জন্মনিবন্ধনের সমস্যা থাকায় বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারে না সে সকল শিক্ষার্থীদের জন্মনিবন্ধন নিজ দায়িত্বে পৌরসভায় গিয়ে নিবন্ধন করে ভর্তি করাতে সহযোগিতা করে থাকি। সর্বজনীনতার বিচার সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু মহান আল্লাহর উপর। সকল কিছুর পাশাপাশি সামাজিক কাজের সাথে জড়িত আছি এবং স্বেচ্ছাসেবী কাজ যেমন: প্রচেষ্টা বাড গ্রুপের উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করছি। অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজ করে থাকি। আমি আমার কাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে আন্তরিকতার সাথে সকল কার্যক্রমে নিজেকে সম্পৃক্ত রেখে নিজের কর্মদক্ষতাকে দিনে দিনে আরও উঁচু পর্যায়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছি । মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকল্পে আমি আমার জায়গা থেকে কাজ করেছি। প্রাথমিক শিক্ষায় শ্রেষ্ঠত্বের পদক নিঃসন্দেহে আমার কাছে গৌরব ও সম্মানের যা আগামীর পথচলায় আমার উদ্দীপনা হিসেবে কাজ করবে। নিজের সর্বোচ্চ আন্তরিকতা, বিবেক-বুদ্ধি, দায়বদ্ধতাকে সমুন্নত রেখে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে কাজ করে যাব ইনশা আল্লাহ পরিশেষে বলতে চাই শিক্ষকতা পেশায় চাকুরি হওয়াতে নিজেকে ধন্য মনে করি। কারণ জাতিকে দেওয়ার মতো পেশাই হচ্ছে শিক্ষকতা পেশা।

স্কুল জাদুঘর

ফাতিমা তুজ সারওয়ার
ইন্সট্রাক্টর (সাধারণ), পিটিআই, ঝালকাঠি

স্কুলে যায়নি এমন মানুষ খুব একটা পাওয়া যাবে না। সমাজের কেন্দ্রবিন্দুতে থেকে বর্তমানের সাথে ভবিষ্যতের যোগসাধন করে দেয় স্কুল, সেই সাথে আমাদের স্কুলগুলো যেন শৈশবের স্মৃতিময় জাদুঘর। তাই বারে বারে সবাই ফিরে যেতে চায় স্কুলের সোনালী সময়ে। স্কুলের মধ্যে দিয়ে শিশুরা সুনাগরিক হয়ে সমাজে প্রবেশ করবে এমনটাই প্রত্যাশা করে রাষ্ট্র। একটি দেশের নাগরিকদের জীবনে স্কুলের ভূমিকা আছে। স্কুলের সাথে সমাজের সম্পৃক্ততা ও সহযোগিতা যত বাড়বে সমাজ তত সুসংগঠিত হবে। স্কুলের সাথে সমাজ ও নাগরিকের দূরত্ব যত বাড়বে সমাজ তত নাবিকবিহীন মস্ত জাহাজে পরিণত হবে। তাই একটি সমাজে শিক্ষাচর্চার কোনো বিকল্প নেই। কিন্তু, কিভাবে একটি দেশের স্কুলের গন্ডি পেরোনো নাগরিকদের স্কুল প্রাঙ্গনের সাথে যুক্ত রাখা যায়? একটি উপায় হতে পারে 'স্কুল জাদুঘর'। আমাদের জন্য ধারণাটি নতুন হলেও বিশ্বের নানা দেশে যেমন ইংল্যান্ড, জার্মানি, অস্ট্রিয়া, গ্রীস, ইতালীতে আছে স্কুল জাদুঘর। কোনো কোনো দেশে জাতীয়ভাবে এ ধরণের জাদুঘর আছে, আবার কোনো কোনো দেশে আছে একাধিক স্কুল জাদুঘর। কী আছে এসব জাদুঘরে? আপনারা যা ভেবেছেন তাই-ই। সেসব দেশের বিভিন্ন যুগের স্কুলের টেবিল, চেয়ার, বেঞ্চ, খাতা, শিশুদের পোশাক, শিক্ষা উপকরণ, শিশুদের আঁকা ছবি, বিভিন্ন যুগের স্কুলের ছবি, শিক্ষক শিক্ষার্থীর ছবি, বই সেই সাথে সেই সময়ের কিছু গল্প আর ইতিহাস। গ্রীসের মিউজিয়াম অফ স্কুল লাইফে এর পাশাপাশি আছে পৃথিবীর অন্যান্য দেশ যেমন রাশিয়া, সৌদি আরব, জাপান, ইতালি, ভারতসহ নানা দেশের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পাঠ্যবই। জাদুঘরের পাশের দোকানে সুভেনির হিসেবে পাওয়া যায় পোস্টার, কার্ড, খেলনা, ছোটদের বই। এছাড়াও এথেন্সে আছে শিশুদের আঁকা ছবির জাদুঘর!

শিক্ষার ইতিহাস দীর্ঘকালের ইতিহাস। ভারতবর্ষে নানা যুগে নানা ধর্মীয় ও রাজনৈতিক শ্রেণি এদেশের মানুষের শিক্ষার দায়িত্ব নিয়েছে। কখনো তাতে মহৎ উদ্দেশ্য ছিল, কখনো বা শিক্ষাকে তারা ব্যবহার করেছেন শাসনের নিঃশব্দ হাতিয়ার হিসেবে। প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থা বিকশিত হয় বৈদিক ও বৌদ্ধ শিক্ষার মধ্য দিয়ে। বৈদিক শিক্ষা ব্যবস্থার মূলে ছিল ধর্মগ্রন্থ বেদ। তখন স্কুলের পরিবর্তে ছিল গুরুগৃহ। এখানে থেকেই শিক্ষালাভ করতো শিক্ষার্থীরা। এ শিক্ষা ছিল মূলত ধর্ম ও জীবন দর্শন কেন্দ্রিক। তবে শুধু অভিজাত শ্রেণির জন্য এ শিক্ষার সুযোগ সংরক্ষিত ছিল। পরবর্তীতে বিভিন্ন ধরণের বিদ্যালয় গড়ে উঠতে থাকে। প্রবীণদের জন্য পরিষদ, ব্রাহ্মণদের জন্য টোল, আদিম অধিবাসী ও শূদ্র সম্প্রদায় ছাড়া অন্য সকল শ্রেণির জন্য পাঠশালা। সবার কিন্তু একই বয়সে শিক্ষায় হাতেখড়ি ঘটতো না। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বালকেরা নির্ধারিত বয়সে মাথামুণ্ডনের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিক শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশ করতো।

তবে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের হাতে শিক্ষা অনেকটা আধুনিক রূপ লাভ করে। এ সময়ে বৌদ্ধ বিহারগুলো শিক্ষার কেন্দ্র হয়ে ওঠে বাংলাদেশের সোমপুর বিহার এমনই একটি বিহারের উদাহরণ। এ সময়ও শিক্ষাগ্রহণ ছিল আবাসিক, বিহারে অবস্থান করতো শিক্ষার্থীরা। এ যুগেও ধর্মীয় গ্রন্থ ত্রিপিটককে কেন্দ্র করে শিক্ষা পরিচালিত হতে থাকলেও পরে মহাযানী বা উদারপন্থীদের হাত ধরে লোকায়ত শিক্ষার প্রসার ঘটতে থাকে। ফলে অধ্যাত্মকেন্দ্রিক শিক্ষার পাশাপাশি বৃত্তিমূলক শিক্ষা, চিকিৎসাবিদ্যা ইত্যাদিও স্থান পেতে থাকে। সেই সাথে এ যুগে বৈদিক যুগের মত শ্রেণি বৈষম্য না থাকায় শিক্ষার্থী বেড়ে যায়, ফলে শ্রেণিকক্ষভিত্তিক শিক্ষার প্রবর্তন ঘটে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশ যেমন চীন, জাপান, কম্বোডিয়া, তিব্বত, মায়ানমার, ভিয়েতনাম ইত্যাদি দেশে বৌদ্ধ শিক্ষার প্রসার ঘটে, উচ্চশিক্ষার বিস্তার ঘটে। বৌদ্ধদের হাত ধরেই 'ভারতে নালন্দা বিহার' নামে এ উপমহাদেশের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করে বৌদ্ধরাই। তারপর যুগে যুগে মুসলিম শাসক, ইংরেজ আর পাকিস্তানিদের পেরিয়া শিক্ষার ভার আসে বাঙ্গালিদের হাতে।

কেমন ছিল তখনকার শিক্ষা? এই টোল, মক্তব, পাঠশালা কিংবা বিহারগুলো কেমন ছিল? কেমন ছিল ক্লাসরুমগুলো? বইগুলো? কেমন প্রশ্নে পরীক্ষা হতো কিংবা আদৌ কি পরীক্ষা ছিল? কেমন ছিল শিখন সামগ্রী আর খেলনা? খাতা ছিল? কলম ছিল? তাহলে কী দিয়ে লিখতো? ক্যালকুলেটর, জ্যামিতি বক্স, স্কেল? তাহলে কী দিয়ে মাপতো? টিফিন কিংবা টিফিনবক্স? সে সময়ের শিশুরা স্কুলে কী ধরণের খেলাধুলা করতো? কেমন হতো যদি এমন একটা শিক্ষা জাদুঘরের মাধ্যমে আমরা টাইম ট্রাভেল করে আসতে পারতাম? টোলে কিংবা মক্তবে গিয়ে বসতে পারতাম? কত ধরণের স্কুল ছিল আমাদের এই বাংলাদেশে? যেই স্কুল আমাদের বর্তমানকে ভবিষ্যতের কাছে পৌঁছে দেয় সেই স্কুলের অতীত থেকে ঘুরে আসা গেলে মন্দ হতো না।

কী থাকতে পারে আমাদের কল্পনার স্কুল জাদুঘরে? বিভিন্ন যুগের স্কুলের শ্রেণিকক্ষের আদলে সাজানো কক্ষ থাকতে পারে যেখানে বসলে ফিরে যাওয়া যাবে সেই সময়ে। থাকতে পারে প্রামাণ্যচিত্র, গ্রন্থাগার, বিভিন্ন যুগের শিশুদের আঁকা ছবি, লেখা চিঠি, তাদের হাতের লেখার সংগ্রহশালা, পরীক্ষার প্রশ্নপত্র, শিখন শেখানো সামগ্রী, খেলনা, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সমসাময়িক শিক্ষাব্যবস্থার প্রতিচ্ছবি আরো কত কী! আমরা কি বাংলাদেশের জন্য একটি স্কুল জাদুঘর তৈরি করতে পারি না যা বিনোদনের মধ্য দিয়ে সমাজকে শিক্ষার সাথে সম্পৃক্ত রাখবে? যেখানে অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যতের সম্মিলন ঘটবে স্মৃতি রোমন্থনের মধ্যে দিয়ে?

শিশুর সৃজনশীলতা আমাদের সম্পদ

ফয়েজুন্নেসা মিলি
সহকারী শিক্ষক, এয়াকুবদভী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

শিশুর সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটে শিশুর কাজের মাধ্যমে। যে শিশু আজ ভূমিষ্ট হল এ পৃথিবীতে সেও আনন্দ বার্তা নিয়ে আসে তার কর্মের মাধ্যমে। সে জানান দেয় আমি পৃথিবীতে এসেছি। শিক্ষক হল এই সৃষ্টিশীলতা বিকাশের কারিগর। শিশুর সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ সাধন হল শিক্ষকের প্রথম কাজ। এ বিকাশ সাধনে শিক্ষক বিভিন্ন ধরণের কৌশল অবলম্বন করেন। কখনো গায়ক, কখনো নায়ক, কখনো নৃত্য শিল্পী আবার কখনো বাচিক শিল্পী। শিক্ষার্থী সঠিক পরিবেশ পেলে তার সঠিক বিকাশ ঘটবে মেধা ও সৃজনশীলতায়। একটা শিশুর বিকাশ স্তরের প্রথম ধাপের পাঠশালা হলো তার পরিবার। এই পরিবারের মা বাবার কাছেই সে প্রথম পাঠ গ্রহণ করে। এক কথায় মা বাবার চোখেই প্রথম বিশ্ব দেখে। এর পরে দেখে শিক্ষকের চোখে। যিনি স্বপ্নদেখানো কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন সব সময়। তাই শিশুকে স্বপ্ন দেখাতে হবে। স্বপ্নের মাঝেই বিকশিত হবে শিশুর সৃষ্টিশীলতা। তবে এই স্বপ্ন বাস্তবায়নে ৪ স্তরে কাজ করে যেতে হবে। পরিবার -শিক্ষক-সমাজ -দেশ। শিশুর শিখন পরিবেশ নিরাপদ হতে হবে। শিশু যে কোন সমস্যার সমাধান খুঁজে পেতে শিক্ষকের কাছে যেন নির্দ্বিধায় যেতে পারে সেভাবে গড়ে তুলতে হবে শৈশব থেকেই। তাই কোন শিক্ষার্থী যাতে শিক্ষককে ভয় না পায় সেটা নিশ্চিত করতে হবে শিক্ষককে। শিক্ষককে হতে হবে সহযোগী বন্ধু। শিক্ষার্থীদের সাথে অত্যন্ত সচেতনভাবেই আচরণ এবং ব্যবহার করতে হবে। শিখনে থাকবে না কোন প্রতিবন্ধকতা।

একটা শিশু বহুমাত্রিকভাবে শিখে। সে পরিবেশ থেকে শেখে, কাজ করে শেখে, অনুসন্ধান করে শেখে, দেখে শেখে এবং ঠেকে শেখে। একট শিশু যখন বিদ্যালয়ে কলম বা পেন্সিল ফেলে আসে অন্য শিশু তখন সহযোগিতার হাত বাড়ায়। এই সহযোগিতায় সহায়তা করে শিক্ষক। বিদ্যালয় থেকেই শিশু সহযোগিতা, সহমর্মিতা ইত্যাদি শিখছে। একটা শিশু বিদ্যালয় থেকে শিখছে অনেক কিছু। যেমন-শৃঙ্খলা, নৈতিকতা, সময়ানুবর্তিতা, সহযোগিতা, সহমর্মিতা, শ্রদ্ধাবোধ, পরমতসহিষ্ণুতা, ইত্যাদি ইত্যাদি। এখন বর্তমানে জীবন দক্ষতার অনেক কিছু শেখে বিদ্যালয় থেকে। যা শিশুকে প্রতিকূল পরিবেশে টিকে থাকতে সহায়তা করবে। কোনো শিশু শিক্ষার বহির্ভূত থাকবে না। তার পরিবেশ আমাদেরকেই সৃষ্টি করতে হবে। শিশুর সৃজনশীলতা আমাদের সম্পদ। এগুলোকে কাজে লাগিয়ে শিক্ষার্থীদের বিকশিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। দেহের বিকাশের ও পরিচর্যার জন্য যেমন পুষ্টি দরকার তেমনি শিশুর মেধা আর মননের বিকাশের জন্য সৃজন শক্তির ও পুষ্টির প্রয়োজন। আর পর্যাপ্ত পুষ্টি পেলেই শিশু সৃজনশীল হয়ে গড়ে উঠবে। সৃষ্টিশীল শিশু তৈরিতে শিক্ষকের সচেতনতা ও মনোযোগ দুই-ই আবশ্যক। সর্বোপরি শিক্ষকের আন্তরিকতাই শিশুর সৃজনশীলতা বিকাশের সহায়ক।

নাটোর পিটিআই পরীক্ষণ বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান মেলা

নাটোর পিটিআই পরীক্ষণ বিদ্যালয়ের আয়োজনে পিটিআই হল রুমে ০৪ঠা নভেম্বর, ২০২৪ রোজ সোমবার সকালে বিজ্ঞান মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এতে নাটোর পিটিআই পরীক্ষণ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা তাদের বিজ্ঞান প্রকল্পসমূহ উপস্থাপন করে। শিশুদেরকে বিজ্ঞানমনস্ক করে তোলার জন্য এই মেলার আয়োজন করা হয়েছে।

নাটোর পিটিআই এর সুপারিনটেনডেন্ট এম. এইচ. এম রুহুল আমিন ও সহকারী সুপারিনটেনডেন্ট মোঃ হেলাল উদ্দিন মন্ডল বিজ্ঞান মেলায় শিক্ষার্থীদের উপস্থাপিত প্রতিটি প্রকল্প ঘুরে ঘুরে দেখেন। তারা শিক্ষার্থীদের উপস্থাপনা পর্যবেক্ষণ করেন এবং উৎসাহ প্রদান করেন। এসময় পিটিআই এর ইনস্ট্রাক্টরবৃন্দ, পরীক্ষণ বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ ও অন্যান্য কর্মচারীরা শিশুদের প্রকল্পসমূহের উপস্থাপনা পর্যবেক্ষণ করেন। মেলায় শিক্ষার্থীরা একে অপরের বিজ্ঞান প্রকল্পসমূহ খুব আগ্রহ নিয়ে দেখে এবং এ সম্পর্কে জানার চেষ্টা করে। অন্যান্য শিক্ষার্থীরাও স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে।

নাটোর পিটিআই এর সুপারিনটেনডেন্ট এম. এইচ. এম রুহুল আমিন শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন, বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কারের প্রতি আগ্রহী হতে হবে। বিজ্ঞানের বিষয়সমূহ মুখস্থ না করে বুঝে বুঝে পড়তে হবে। সাথে সাথে হাতে-কলমে বিজ্ঞান শেখার মাধ্যমে বিজ্ঞান বিষয়ে দক্ষ হতে হবে।

নাটোর পিটিআই এর সহকারী সুপারিনটেনডেন্ট মোঃ হেলাল উদ্দিন মন্ডল বিজ্ঞান প্রকল্পসমূহ তৈরি এবং উপস্থাপন এর জন্য শিক্ষার্থী, ইনস্ট্রাক্টর ও পরীক্ষণ বিদ্যালয়ের শিক্ষকসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

বেস্ট এডুকেটর

সুমাইয়া তাবাসসুম
সহকারী শিক্ষক, নাগেরহাট নতুনকান্দি এম.বি. সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সাথে মানিয়ে নিতে পারে এরূপ শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়ন করতে হলে প্রতিটি বিদ্যালয়ে আইসিটি দক্ষ শিক্ষকের পাশাপাশি আইসিটি দক্ষ শিক্ষার্থী তৈরি করতে হবে। বেস্ট এডুকেটর এর লক্ষ্য হচ্ছে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীকে আইসিটি দক্ষ করে গড়ে তোলা। প্রথমেই শিক্ষার্থীরা (বেস্ট এডুকেটররা) নিজে আইসিটি দক্ষ শিক্ষকের কাছ থেকে ল্যাপটপের ব্যবহার শিখবে। ল্যাপটপে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন অনুসারে টাইপ করা ও ছবি আঁকাসহ আরো প্রয়োজনীয় কার্যক্রমে পারদর্শী হবে। সবচেয়ে দক্ষ যে সকল শিক্ষার্থী থাকবে সে সকল শিক্ষার্থী তাদের সহপাঠীদেরকে এডুকেটর হতে সহায়তা করবে। পারদর্শী শিক্ষার্থীকে বেস্ট এডুকেটর খেতাব দেওয়া হবে। বেস্ট এডুকেটর নির্বাচিত শিক্ষার্থীকে পুরস্কৃত করতে হবে (যেমনঃ ব্যাজ প্রদান, এওয়ার্ড প্রদান, লেটার, ধন্যবাদ প্রদান, বেস্ট এডুকেটর ম্যাজিক স্টিক ইত্যাদি)। পুরস্কার প্রতি মাসে নতুন নির্বাচিত শিক্ষার্থীকে দেয়া হবে। বেস্ট এডুকেটর শিক্ষার্থীদের ছবি শ্রেণিকক্ষে টানিয়ে রাখা হবে যাতে অন্য শিক্ষার্থীরা উৎসাহিত হয়। বেস্ট এডুকেটরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ের বাইরে আইসিটি শিক্ষা লাভ না করেও নিজ বিদ্যালয়েই আইসিটিতে দক্ষ হয়ে দেশকে সমৃদ্ধ করবে এবং বৈশ্বিক নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠবে।

স্কুল আঙিনায় ঔষধি বৃক্ষের চারা রোপণ

তারুণ্যের উৎসব-২০২৫ উদযাপনে সাতক্ষীরা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার জনাব হোসনে ইয়াসমিন করিমী স্যারের অনুপ্রেরণায় শ্যামনগর উপজেলা শিক্ষা অফিসার জনাব এনামুল হক স্যারের সহযোগিতায় সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলার ৯১নং খ্যাগড়াদানা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আঙ্গিনায় ডিসেম্বর ২০২৪ এর প্রথম সপ্তাহে অশোক, আমলকি, হরিতকি, বহেরা, চিরতা ও তেঁতুল গাছের চারা রোপন কর্মসূচি বাস্তবায়নে স্বশরীরে উপস্থিত ছিলেন অত্র স্কুলের প্রধান শিক্ষক জনাব মোস্তফা আব্দুল্যাহ আল মামুন এবং সহকারী শিক্ষক শেখ মোখলেছুর রহমান, জাহিদুল ইসলাম ও অন্যান্য শিক্ষকগণ।

বিভাগীয় উপপরিচালক (প্রাথমিক শিক্ষা), সহকারী পরিচালক (বিভাগীয় উপপরিচালকের কার্যালয়) এবং জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারগণের ০৩ দিনব্যাপী 'Smart Primary Education for Bangldesh' বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে ভার্চুয়ালী সংযুক্ত ছিলেন জনাব ফরিদ আহমদ, সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং সভাপতিত্ব করেন জনাব ফরিদ আহমদ (যুগ্মসচিব), মহাপরিচলক, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি, ময়মনসিংহ।

দেশব্যাপী ৬৭টি পিটিআই-এ জুলাই, ২০২৪- এপ্রিল, ২০২৫ সেশনের পরিমার্জিত ডিপিএড (প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ-বিটিপিটি) প্রশিক্ষণ কোর্সের ৩য় ব্যাচের উদ্বোধন (ভার্চুয়াল) করেন জনাব ফরিদ আহাম্মদ, সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। নেপ থেকে সংযুক্ত ছিলেন জনাব ফরিদ আহমদ (যুগ্মসচিব), মহাপরিচলক, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি, ময়মনসিংহ।

পিটিআই সংলগ্ন পরীক্ষণ বিদ্যালয়ের নবযোগদানকৃত (১০ম গ্রেড) শিক্ষকগণের ১৫ দিনব্যাপী (১৪-২৮ জুলাই ২০২৪) Induction Training for Teachers of PTI attached Experimental Schools এর ইনডাকশন (১ম এবং ২য় ব্যাচ) প্রশিক্ষণের ১ম ব্যাচে প্রথম স্থান এবং ডিজি এওয়ার্ড অর্জন করেন স্বর্ণা তাসনীম নিসা, পরীক্ষণ বিদ্যালয়, পিটিআই খুলনা এবং ২য় ব্যাচে প্রথম স্থান এবং ডিজি এওয়ার্ড অর্জন করেন সুহরাত মাসরুর, পরীক্ষণ বিদ্যালয়, পিটিআই ঝালকাঠি।

পিটিআই সংলগ্ন পরীক্ষণ বিদ্যালয়ের নবযোগদানকৃত (১০ম গ্রেড) শিক্ষকগণের (৩য় এবং ৪র্থ ব্যাচ) ১৫ দিনব্যাপী (৩১ জুলাই থেকে ১৪ আগস্ট, ২০২৪) Induction Training for Teachers of PTI attached Experimental Schools প্রশিক্ষণের ৩য় ব্যাচে প্রথম স্থান এবং ডিজি এওয়ার্ড অর্জন করেন মো: আনোয়ার হোসেন খান, পরীক্ষণ বিদ্যালয়, পিটিআই সোনাতলা, বগুড়া এবং ৪র্থ ব্যাচে প্রথম স্থান এবং ডিজি এওয়ার্ড অর্জন করেন মো: মানাজির রহমান, পরীক্ষণ বিদ্যালয়, পিটিআই বাগেরহাট।

পিটিআই সংলগ্ন পরীক্ষণ বিদ্যালয়ের নবযোগদানকৃত (১০ম গ্রেড) শিক্ষকগণের ১৫ দিনব্যাপী (১৮ আগষ্ট থেকে ১ সেপ্টেম্বর ২০২৪) Induction Training for Teachers of PTI attached Experimental Schools এর ইনডাকশন (৫ম এবং ৬ষ্ঠ ব্যাচ) প্রশিক্ষণের ৫ম ব্যাচে প্রথম স্থান ও ডিজি এওয়ার্ড অর্জন করেন মোসা: সুবর্না পারভীন, পরীক্ষণ বিদ্যালয়, পিটিআই চাঁপাইনবাবগঞ্জ এবং ৬ষ্ঠ ব্যাচে প্রথম স্থান ও ডিজি এওয়ার্ড অর্জন করেন মোসা: মরিয়ম খাতুন, পরীক্ষণ বিদ্যালয়, পিটিআই দাদনচক ফজলুল হক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

পিটিআই সংলগ্ন পরীক্ষণ বিদ্যালয়ের নবযোগদানকৃত (১০ম গ্রেড) শিক্ষকগণের ১৫ দিনব্যাপী (৪ সেপ্টেম্বর থেকে ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৪) Induction Training for Teachers of PTI attached Experimental Schools এর ইনডাকশন (৭ম ব্যাচ) প্রশিক্ষণের প্রথম স্থান ও ডিজি এওয়ার্ড অর্জন করেন জনাব হাসনা হেনা, শিক্ষক, পরীক্ষণ বিদ্যালয়, পিটিআই, নঁওগা।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা অধ্যাপক ডাঃ বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে সাম্প্রতিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ ফেনী জেলার ফুলগাজী উপজেলার বন্দুয়া দৌলতপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন এবং শিক্ষার্থীদের মাঝে বই, খাতা, কলম ও ব্যাগ বিতরণ করেন। আরো উপস্থিত ছিলেন জনাব ফরিদ আহাম্মদ, সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

গত ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার ত্রাণ তহবিলে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২০ কোটি ৫০ লাখ টাকার চেক প্রদান করেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা অধ্যাপক ডাঃ বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার। আরো উপস্থিত ছিলেন জনাব ফরিদ আহাম্মদ, সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা অধ্যাপক ডাঃ বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইক্রোবায়েলজি বিভাগের অডিটরিয়ামে "রাষ্ট্র সংস্কারে পাঠাগারের ভূমিকা" শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

গত ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৪, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে মাননীয় উপদেষ্টা অধ্যাপক ডাঃ বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার মহোদয়ের সাথে গ্লোবাল পার্টনারশিপ ফর এডুকেশন (জিপিই) ও উন্নয়ন সহযোগী প্রতিনিধিদের সাথে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নব যোগদানকৃত প্রধান শিক্ষকগণের (নন-ক্যাডার) (১০ম ও ১১তম ব্যাচ) এর ১৫ দিনব্যাপী (২৩ সেপ্টেম্বর থেকে ০৭ অক্টোবর, ২০২৪) ওরিয়েন্টেশন প্রশিক্ষণ কোর্স ২০২৪ এর ১২তম ব্যাচে প্রথম স্থান ও ডিজি এওয়ার্ড অর্জন করেন নিগার সুলতানা, প্রধান শিক্ষক, সুন্দলপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মনিরামপুর, যশোর। ১৩তম ব্যাচে প্রথম স্থান ও ডিজি এওয়ার্ড অর্জন করেন মোর্শেদুল ইসলাম, প্রধান শিক্ষক, ফাঁসিয়াখালি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, চকোরিয়া, কক্সবাজার।

গত ৫ অক্টোবর, ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তন, ঢাকা বিশ্ব শিক্ষক দিবস ২০২৪ এর আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি শিক্ষা ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা জনাব ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা অধ্যাপক ডাঃ বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা অধ্যাপক ডাঃ বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার গত ৬ অক্টোবর, ২০২৪ ময়মনসিংহ জেলা পরিষদ ভবনের ভাষা শহীদ আব্দুল জব্বার মিলনায়তনে ময়মনসিংহ জেলা পরিষদ আয়োজিত ময়মনসিংহ বিভাগের সরকারি দপ্তরসমূহের বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা অধ্যাপক ডাঃ বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার গত ৬ অক্টোবর, ২০২৪ ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের শহীদ শাহাবুদ্দিন মিলনায়তনে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও সুধীসমাজের সাথে মতবিনিময় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা অধ্যাপক ডাঃ বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার ৭ অক্টোবর, ২০২৪ ময়মনসিংহে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমিতে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নব-যোগদানকৃত প্রধান শিক্ষকদের (নন-ক্যাডার) ওরিয়েন্টেশন প্রশিক্ষণ কোর্স ২০২৪ এর সনদ বিতরণ করেন এবং প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা অধ্যাপক ডাঃ বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার গত ৮ অক্টোবর, ২০২৪ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তাদের সাথে সার্বিকভাবে প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে সুপারিশ প্রণয়নকল্পে গঠিত কনসালটেশন কমিটির সদস্যগণের মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন। কনসালটেশন কমিটির আহবায়ক ও ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. মনজুর আহমেদ, মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব ফরিদ আহাম্মদ, কনসালটেশন কমিটির সদস্যগণ এবং দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন।

গত ৯ অক্টোবর, ২০২৪ মন্ত্রণালয়ের অফিস কক্ষে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা অধ্যাপক ডাঃ বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার এর সাথে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের পরিচালক (হিউম্যান ও সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট) Ms. Soon Song সাক্ষাৎ করেন। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব ফরিদ আহাম্মদ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা এবং শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডাঃ বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার গত ৯ অক্টোবর, ২০২৪ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের ট্রাস্টি বোর্ডের ৮২ তম বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব ফরিদ আহাম্মদ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

গত ৯ অক্টোবর, ২০২৪ মন্ত্রণালয়ের অফিস কক্ষে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা অধ্যাপক ডাঃ বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার-এর সাথে ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রামের বাংলাদেশস্থ কান্ট্রি ডিরেক্টর Domenico Scalpelli সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা অধ্যাপক ডাঃ বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার ১৪ অক্টোবর, ২০২৪ রাজধানীর ধানমন্ডিস্থ গণস্বাস্থ্য নগর কেন্দ্র হাসপাতালের সভাকক্ষে সেন্টার ফর ক্যান্সার কেয়ার ফাউন্ডেশন আয়োজিত 'ক্যান্সার চিকিৎসায় মানসিক স্বাস্থ্যসেবার প্রয়োজনীয়তা ও করণীয়: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ' বিষয়ক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা অধ্যাপক ডাঃ বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার ৩০ অক্টোবর, ২০২৪ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের বার্ষিক উনয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন।
মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব ফরিদ আহাম্মদ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

গত ৩১ অক্টোবর, ২০২৪ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা অধ্যাপক ডাঃ বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার এর সাথে গ্রামীণফোন লিমিটেডের সিইও সাক্ষাৎ করেন। মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব জনাব ফরিদ আহাম্মদ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

গত ৩১ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখে Training on Research Methodology for NAPE Faculties and Field Level Officers বিষয়ক ৩দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন জনাব ফরিদ আহমদ (যুগ্মসচিব), মহাপরিচালক, নেপ।

২ নভেম্বর থেকে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে ২ মাসব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষার মাঠ পর্যায়ের ৯ গ্রেডের কর্মকর্তাগণের (ইন্সট্রাক্টর পিটিআই এবং ইউআরসি, উপজেলা শিক্ষা অফিসার) ৩২ এবং ৩৩তম ব্যাচের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ। ৩২তম ব্যাচ জনাব মোঃ আবুল কাশেম, ইন্সট্রাক্টর (সাধারণ), পিটিআই পিরোজপুর এবং ৩৩তম ব্যাচে প্রথম স্থান অধিকার ও ডিজি এওয়ার্ড পেয়েছেন জনাব মোসা. রুমানা খাতুন, ইন্সট্রাক্টর (সাধারণ), পিটিআই চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা অধ্যাপক ডাঃ বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার ৪ নভেম্বর, ২০২৪ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে 'কক্সবাজার ও বান্দরবান জেলা এবং নোয়াখালীর ভাষানচর এর প্রাক-প্রাথমিক এবং প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প' সংক্রান্ত বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। আরো উপস্থিত ছিলেন জনাব ফরিদ আহাম্মদ, সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

শেরপুর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের উদ্যোগে জেলার ৭৪১ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের (১ম থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত) বাংলা এবং ইংরেজি বিষয়ে রিডিং দক্ষতা যাচাই এবং গণিত বিষয়ে মৌলিক দক্ষতা যাচাই এর জেলা পর্যায়ের প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান গত ০৬ নভেম্বর, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ তারিখে শেরপুর মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব ফরিদ আহমদ, মহাপরিচালক, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি, নেপ ময়মনসিংহ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব মো: ওবায়দুল্লাহ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, শেরপুর।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা অধ্যাপক ডাঃ বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার ১৩ নভেম্বর, ২০২৪ ঢাকায় শাহবাগস্থ হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে "প্রাথমিক শিক্ষায় পরিমার্জিত ডিপ্লোমা সম্পর্কিত কার্যকর সমীক্ষা" শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদন উপস্থাপনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা অধ্যাপক ডাঃ বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার ১৬ নভেম্বর, ২০২৪ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসিতে 'সেকেন্ড ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অন সাইকোমেট্রিক্স অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা অধ্যাপক ডাঃ বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার ১৭ নভেম্বর, ২০২৪ সিলেট বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ে সিলেট বিভাগের বিভাগীয় কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা অধ্যাপক ডাঃ বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার ১৭ নভেম্বর, ২০২৪ সিলেটে গ্রান্ড হোটেলে 'ওয়ার্কশপ অন ডিজাইনিং ফর দা নেক্সট সেক্টর প্রোগ্রাম পিইডিপি-৫' ('Workshop on designing for the next sector program, pedp-5') এ বক্তৃতা করেন।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা অধ্যাপক ডাঃ বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার ১৮ নভেম্বর, ২০২৪ সুনামগঞ্জ জেলার দিরাই উপজেলার বিভিন্ন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সাথে কথা বলেন।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা অধ্যাপক ডাঃ বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার ১৮ নভেম্বর, ২০২৪ সুনামগঞ্জ জেলার শিল্পকলা একাডেমি চত্বরে সুনামগঞ্জে নবনির্মিত কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার এর উদ্বোধন করেন। শহীদ মিনারে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা অধ্যাপক ডাঃ বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার ১৯ নভেম্বর, ২০২৪ সুনামগঞ্জে 'সরকারি জুবিলী উচ্চ বিদ্যালয়' পরিদর্শন করেন। তিনি বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শ্রেণিকক্ষ, ছাত্রাবাস ঘুরে দেখেন। শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সাথে কথা বলেন। স্কুল প্রাঙ্গণে এসে তিনি আবেগ আপ্লুত হয়ে পড়েন এবং স্মৃতিচারণ করেন। উপদেষ্টা এ বিদ্যালয় থেকে ১৯৭৯ সালে এসএসসি পাস করেন। তিনি স্কুল সংলগ্ন লঞ্চঘাটও পরিদর্শন করেন।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা অধ্যাপক ডাঃ বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার ১৯ নভেম্বর, ২০২৪ সুনামগঞ্জ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে সুনামগঞ্জ জেলার জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় করেন।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা অধ্যাপক ডাঃ বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার ১৯ নভেম্বর, ২০২৪ সুনামগঞ্জস্থ প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (পিটিআই) পরিদর্শন করেন এবং 'আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও বাজেট বাস্তবায়ন সংক্রান্ত এক দিনের প্রশিক্ষণ' অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা অধ্যাপক ডাঃ বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার ১৯ নভেম্বর, ২০২৪ সুনামগঞ্জ সদরের 'নিয়ামতপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়' এবং 'আহম্মদাবাদ ইচ্ছনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়' পরিদর্শন করেন।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা অধ্যাপক ডাঃ বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার ২১ নভেম্বর, ২০২৪ টাঙ্গাইল জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে টাঙ্গাইল জেলার প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন বিষয়ক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা অধ্যাপক ডাঃ বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার ২১ নভেম্বর, ২০২৪ টাঙ্গাইল সদর মডেল প্রাথমিক বিদ্যালয়, শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়, পিটিআই এবং পিটিআইস্থ পরীক্ষণ বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন।

গত ২২ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখে "9th edition of the European arthouse cinema day" অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়-এর উপদেষ্টা অধ্যাপক ডাঃ বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা অধ্যাপক ডাঃ বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার ২৩ নভেম্বর, ২০২৪ ঢাকার ধানমন্ডিস্থ ড্যাফোডিল প্লাজায় ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ডিপার্টমেন্ট অফ ইনোভেশন এন্ড এন্ট্রাপ্রেনিউরশীপ আয়োজিত 'গ্লোবাল এন্টারপ্রেনরশিপ উইক ২০২৪' এর সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন।

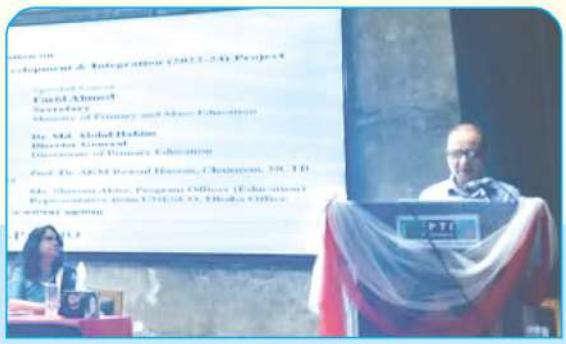

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা অধ্যাপক ডাঃ বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার ২৩ নভেম্বর, ২০২৪ ঢাকার মিরপুরস্থ প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে 'গ্লোবাল সিটিজেনশিপ এডুকেশন (জিসিইডি) কারিকুলাম ডেভেলপমেন্ট এন্ড ইন্টিগ্রেশন (২০২২ -২৪) প্রকল্পের ন্যাশনাল ডিসেমিনেশন' অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব ফরিদ আহাম্মদ বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা অধ্যাপক ডাঃ বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার ২৮ নভেম্বর, ২০২৪ ঢাকায় মেরুল বাড্ডাস্থ ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ভাষা রূপান্তর: উপনিবেশিক প্রেক্ষাপটে ভাষা শিক্ষার প্রভাব' (language metamorphosis : implications for language education in decolonial contexts) শীর্ষক আন্তর্জাতিক সেমিনারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন।

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) এর পরিচালনা পর্ষদের প্রথম সভা ২৮ নভেম্বর, ২০২৪ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা অধ্যাপক ডাঃ বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার এবং মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব ফরিদ আহাম্মদ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা অধ্যাপক ডাঃ বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার ১ ডিসেম্বর, ২০২৪ নীলফামারীর সৈয়দপুরে বটতলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং রংপুরের তারাগঞ্জ উপজেলার 'বাছুর বান্ধা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়' পরিদর্শন করেন।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা অধ্যাপক ডাঃ বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার ২ ডিসেম্বর, ২০২৪ রংপুর বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ে রংপুর বিভাগের বিভাগীয় কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা অধ্যাপক ডাঃ বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার ২ ডিসেম্বর, ২০২৪ রংপুর প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে 'মাঠপর্যায়ের শিক্ষক/কর্মকর্তাদের সঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে করণীয়' বিষয়ে মতবিনিময় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা অধ্যাপক ডাঃ বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার ২ ডিসেম্বর, ২০২৪ রংপুর প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (পিটিআই) এবং সেখানে পরীক্ষণ বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা অধ্যাপক ডাঃ বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার ৭ ডিসেম্বর, ২০২৪ যশোর সার্কিট হাউজে যশোর জেলার মাঠ প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা অধ্যাপক ডাঃ বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার ৭ ডিসেম্বর, ২০২৪ যশোরে হোটেল অরিয়নে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর আয়োজিত 'প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি-৫ প্রকল্পের জন্য ডিজাইনিং কর্মশালায়' প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা অধ্যাপক ডাঃ বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার ৮ ডিসেম্বর, ২০২৪ খুলনা বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ে খুলনা বিভাগের বিভাগীয় কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা অধ্যাপক ডাঃ বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার ৮ ডিসেম্বর, ২০২৪ খুলনা বিভাগীয় কমিনারের কার্যালয়ে 'মাঠ প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে করণীয় বিষয়ে মতবিনিময়' অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা অধ্যাপক ডাঃ বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার ৮ ডিসেম্বর, ২০২৪ খুলনায় প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (পিটিআই) পরিদর্শন করেন।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা অধ্যাপক ডাঃ বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার ৮ ডিসেম্বর, ২০২৪ খুলনায় হোটেল ক্যাসল সালামে 'প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি-৫ প্রকল্পের জন্য ডিজাইনিং কর্মশালায়' প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা অধ্যাপক ডাঃ বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার ৯ ডিসেম্বর, ২০২৪ ঢাকায় শেরে বাংলা নগরস্থ বিআইসির মিডিয়াবাজার মিলনায়তনে, গণসাক্ষরতা অভিযান ও ব্র্যাক শিক্ষা উন্নয়ন ইনস্টিটিউট অয়োজিত 'প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্য উন্নয়ন ঃ আমাদের করণীয়' শীর্ষক জাতীয় পর্যায়ের মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা অধ্যাপক ডাঃ বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার ১০ ডিসেম্বর, ২০২৪ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগ আয়োজিত 'বিশ্ব দর্শন দিবস ২০২৪' উপলক্ষ্যে বিশেষ সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন।

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এর জন্য সাপ্তাহিক রুটিন ২০২৫ প্রণয়ন বিষয়ক ভার্চুয়াল কর্মশালার উদ্বোধন করেন জনাব ফরিদ আহমদ (যুগ্মসচিব), মহাপরিচালক, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) ময়মনসিংহ।

গত ১২ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়-এর সাপ্তাহিক রুটিন চূড়ান্তকরণ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন এনসিটিবি, ডিপিই এবং মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিগণ, মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাগণ, প্রধানশিক্ষকগণ, পরীক্ষণ বিদ্যালয় এর শিক্ষক এবং সহকারী শিক্ষকগণ

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা অধ্যাপক ডাঃ বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার এর সাথে বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন (YAO WEN) ২৩ ডিসেম্বর ২০২৪ বাংলাদেশ সচিবালয়স্থ উপদেষ্টার অফিস কক্ষে সাক্ষাৎ করেন।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা অধ্যাপক ডাঃ বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার ২৬ ডিসেম্বর, ২০২৪ ঢাকায় মিরপুরের এক নম্বরের মাজার রোডস্থ 'লালকুঠি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়' প্রাঙ্গণে লালকুঠি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ পাঁচটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দৃষ্টিনন্দন নতুন ভবন উদ্বোধন করেন।

গত ২৮-৩০ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে ২০২৫ শিক্ষাবর্ষের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য বার্ষিক পাঠপরিকল্পনা ২০২৫ প্রণয়ন সংক্রান্ত ৩ দিনব্যাপী কর্মশালার উপস্থিত ছিলেন জনাব ফরিদ আহমদ (যুগ্মসচিব), মহাপরিচালক, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আবু তাহের মোঃ মাসুদ রানা ঢাকা, ৮ জানুয়ারি, ২০২৫ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব হিসেবে যোগদান করেন ।

উপদেষ্টা

অধ্যাপক ডাঃ বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার
মাননীয় উপদেষ্টা, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

আবু তাহের মোঃ মাসুদ রানা
সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

ড. মোঃ আব্দুল হাকিম (অতিরিক্ত সচিব)
মহাপরিচালক

মোঃ ইউনুছ আলী (অতিরিক্ত সচিব)
মহাপরিচালক
উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো

মোছাঃ নূরজাহান খাতুন (অতিরিক্ত সচিব)
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিট

সুরাইয়া খান (উপসচিব)
পরিচালক, শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট

সম্পাদকীয় পর্ষদ

ফরিদ আহমদ (যুগ্মসচিব)
মহাপরিচালক
জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি

জিয়া আহমেদ সুমন (উপসচিব)
পরিচালক, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি

মোহাম্মদ আহসান ইবনে মাসুদ
উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি

মীর মোঃ আরিফুর রহমান
বিশেষজ্ঞ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি

শামিয়া কবীর
সহকারী বিশেষজ্ঞ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি

মাহবুবুর রহমান
সহকারী বিশেষজ্ঞ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি

প্রাথমিক শিক্ষা বার্তা
সম্পাদনা: ভাষা অনুষদ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি
প্রকাশক: জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ
প্রকাশকাল: জানুয়ারি ২০২৫
সম্পাদকীয় যোগাযোগ: ফোন : ০২ ৯৯৬ ৬৬৬ ১৬৫

Primary Education Newsletter [Year-4, Issue-1, January 2025]
Edited by: Faculty of Language Education, NAPE
Published by: National Academy for Primary Education (NAPE), Mymensingh
Published Date: January 2025
E-mail: language.nape@gmail.com
Phone : 02 996 666 165

মুদ্রণ: ভিশন প্রিন্টিং প্রেস, ছোট বাজার, ময়মনসিংহ।
মোবাইল: ০১৭১২-৪৭৬৫৭৬, E-mail : mofazzalpress@gmail.com